বনফুল

ডি.এম.লাইব্রেরী
৪২, কর্ণওয়ালিশ ...ট · কলিকা... – ৬

# বি ষ ম জ্ব র

# বিষমন্ত্র

রাত্রি কত হইয়াছে আন্দাজ করা শক্ত।

একটি থার্ড ক্লাস কামরার জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া আনন্দ ঠিক করিবার চেষ্টা করিতেছিল, ট্রেনটা হঠাৎ থামিয়া গেল কেন! সোঁ সোঁ শব্দ ছাড়া আর অন্য কিছু শোনা যাইতেছে না।—কিছুদূরে আকাশের গায়ে লাল আলো। আনন্দ বিশেষ কিছু ঠিক করিতে না পারিয়া জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া আবার শুইয়া পড়িল। ঘুমটা ভাঙিয়া যাওয়াতে বিরক্তও হইল।

শুইবামাত্র 'হুইসিল' দিয়া ট্রেনটা ছাড়িল এবং ছাড়িবার সময় 'ঘচাং' করিয়া সমস্ত গাড়ীটাকে এমন একটা নাড়া দিল যে সামনের বেঞ্চ হইতে একটি ভদ্রমহিলা পড়িয়া যাইতে যাইতে সামলাইয়া লইলেন।

মহিলাটির সঙ্গে যিনি অভিভাবক ছিলেন তিনি শশব্যস্ত হইয়া বাঙ্ক হইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'লাগল না কি?'

মহিলাটি একটু অপ্রস্তুত হইয়াছিলেন—মৃদু হাসিয়া মাথা নাড়িয়া উত্তর দিলেন যে, লাগে নাই।

মহিলাটির অভিভাবক-ভদ্রলোক কোনরূপে বাঙ্কের উপর একটু জায়গা করিয়া লইয়া তাহার মধ্যেই নাক ডাকাইতেছিলেন। মহিলাটির শুইবার স্থান ছিল না। তিনি বসিয়া বসিয়া ঢুলিতে লাগিলেন।

আনন্দের ঘুম আসিতেছিল না। সে সন্ধ্যা হইতে একটানা বেশ খানিকটা ঘুমাইয়া লইয়াছে। সে শুইয়া শুইয়া লক্ষ্য করিতে লাগিল যে, ভদ্রমহিলাটি ক্রমাগত ঢুলিতেছেন।

হঠাৎ আনন্দের মনে হইল, কাজটা অভদ্র হইতেছে।

সে উঠিয়া বসিল এবং একটু ইতস্ততঃ করিয়া অবশেষে বলিল, 'আমি আর ঘুমোব না। আপনি এসে না হয় আমার এই বেঞ্চটাতে শুয়ে পড়ুন।' বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। বাঙ্কের উপর হইতে ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি হল?'

আনন্দ বলিল, 'আমার ঘুম হয়ে গেছে। ইচ্ছে করলে উনি আমার বেঞ্চটায় শুতে পারেন। বসে ঢুলছেন কি-না!'

মহিলাটি একটু লজ্জিত হইয়া মাথা নত করিলেন।

'ধন্যবাদ!—বেশ তো,—অনু, শুয়ে পড়্ তুই। কতক্ষণ আর বসে থাকবি!'

আনন্দ স্থান করিয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

অনু অর্থাৎ অনুপমা সসঙ্কোচে শয়ন করিলেন।

ভাল করিয়া লক্ষ্য করিতে আনন্দ দেখিল, যাহাকে সে 'মহিলা' বলিয়া মনে করিতেছিল আসলে সে একটি ছিপছিপে রোগা গোছের মেয়ে—বয়স বড় জোর উনিশ কি কুড়ি!

ধীর মন্থর গতিতে ট্রেন স্টেশনে প্রবেশ করিল।

কিউল।

চায়ের সন্ধানে গলা বাড়াইতেই বাঙ্ক হইতেই অভিভাবক ভদ্রলোকটি—অবিনাশবাবু—আনন্দকে বলিলেন, 'আমার জন্যেও এক কাপ নিন তো!' বলিয়া তিনি বাঙ্ক হইতে নামিয়া বসিলেন।

চা পান করিতে করিতে বাঁ হাতের আঙুল দিয়া মাথার রগ টিপিতে টিপিতে অবিনাশবাবু বলিলেন, 'মাথাটা ভারি ধরেছে।'

সর্বাঙ্গে বালাপোষ মুড়ি দিয়া এক বৃদ্ধ কোণে বসিয়া ছিলেন। তিনি অযাচিত ভাবে বলিয়া উঠিলেন, 'মাথা ধরেছে তো? পায়ের দুটো বুড়ো আঙুলে বেশ করে কষকষিয়ে দড়ি বেঁধে রাখুন তো—এক্ষুনি ছেড়ে যাবে।'

অবিনাশবাবু বলিলেন, 'তাই না কি?

'কতদূর যাবেন আপনারা?'

অবিনাশবাবু উত্তর করিলেন, 'সাহেবগঞ্জ।'

আনন্দ যেন অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া উঠিল—'সাহেবগঞ্জ? আমার বাড়ী যে সেখানে। আমি তো সেখানেই যাচ্ছি। সাহেবগঞ্জে কোন্ জায়গাটায় যাবেন আপনি?'

'হরেরামবাবুর বাড়ী। চেনেন আপনি?'

'চিনি মানে? ঠিক সামনাসামনি বাড়ী আমাদের—একই গলিতে। কিন্তু তাঁরা তো ওখানে কেউ নেই আজকাল, তাঁরা—'

'গিরিডিতে। বাড়ীটা খালি আছে বলেই না যাচ্ছি। ছুটি পেলাম। একটু বেড়িয়ে যাওয়া যাক। হরেরাম আমার সম্বন্ধী।'

অকারণে আনন্দ বলিয়া ফেলিল, 'বেশ করেছেন।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ। আনন্দ বইটা মনোযোগ দিয়া পড়িবার চেষ্টা করিল। আবার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে হইল, 'আপনার সঙ্গে আর কে কে আছেন?'

'আজ এক চাকর ছাড়া আর কেউ নেই। কাল আমার ছেলে এসে পৌঁছুবে। কলেজের ছুটি হবে কাল তার। অনু আমার মেয়ে। বছর দুই হল স্ত্রী মারা গেছেন। তাই ছেলে-মেয়েদের ছুটি হলেই বেরিয়ে পড়ি কোথাও না কোথাও।'

আনন্দ কোন উত্তর দিল না। জানালা দিয়া সে দেখিতে

লাগিল, পাহাড়ের ওপারের আকাশটায় কে যেন মুঠা মুঠা আবির ছড়াইতেছে।

অরুণ-রঞ্জিত মেঘমালা, আলোক স্বপ্নাচ্ছন্ন।

বেলা প্রায় আটটা বাজে। সাহেবগঞ্জ আসিল বলিয়া।

অবিনাশবাবু বাঙ্ক হইতে নামিয়া বসিয়াছেন।

আনন্দের সহিত নানা বিষয়ে গল্প চলিতেছে।

অনুপমা গল্পে যোগদান করে নাই। সে জাগিয়া অবধি জানালার বাহিরে মুখ বাহির করিয়া দেখিয়া চলিয়াছে।

কি যে এত দেখিতেছে—সেই জানে!

সাহেবগঞ্জ। ট্রেন থামলেই অবিনাশবাবু বলিলেন, 'আমার তিনটে কুলি লাগবে। অনু মা—দেখো কুঁজোটা না ভাঙে! আনন্দবাবু, দেখুন—'

হঠাৎ আনন্দ বলিল, 'দেখুন, আপনি আমার পিতৃতুল্য। আমাকে 'আপনি' বলে আর লজ্জা দেবেন না। অ ছেলে আমার সহপাঠী—না হয় ভিন্ন কলেজেই পড়ি আমরা।'

'আচ্ছা, আচ্ছা—তা সে—মানে—' অবিনাশবাবু কি বলিবেন ঠিক করিতে না পারিয়া বলিয়া ফেলিলেন, 'আচ্ছা, চারটে কুলিই ডাকো তা হলে।'

স্টেশনে নামিতেই দীর্ঘ ঋজুদেহ বলিষ্ঠ এবং সুদর্শন একটি যুবক আসিয়া আনন্দকে সম্ভাষণ করিল, 'কোথায় গিয়েছিলি তুই আনন্দ ? আমি রোজ তোর খোঁজ করছি।'

আনন্দ বলিল, 'কাশী বেড়িয়ে এলাম।'

মৃণাল গলার স্বর একটু খাটো করিয়া বলিল, 'আজ ছটার সময় পাহাড়-তলীতে আমরা meet করব।'

আনন্দ বলিল, 'কেন ?'

'ভুলে গেলে ? বেশ ছেলে !'

'ও,—সেই ব্যাপার ! আচ্ছা।'

আনন্দের মুখে ক্ষণিকের জন্য চিন্তার ছায়া পড়িল। সে আবার বলিল, 'তুই যা এখন। যাব আমি।'

'মনে থাকে যেন।'—বলিয়া মৃণাল চলিয়া গেল।

পথে আসিতে আসিতে অবিনাশবাবু বলিলেন, 'বাঃ, চমৎকার পাহাড় তো।—এখান থেকে কতদূর ?'

আনন্দ উত্তর দিল, 'বেশী দূর নয়। এই রেললাইনগুলো পেরিয়ে একটা মাঠ—আমাদের ফুটবল খেলা হয় সেখানে—সেই মাঠটা পেরিয়ে একটু গেলেই পাহাড়—ওই যে এই বড় পাহাড়টার ওপর একটা গাছ দেখছেন, ওটা একটা

তেঁতুল গাছ—আমরা সব নিজেদের নাম খোদাই করে এসেছি ওর গায়ে।'

অনুপমার চক্ষু দুইটি কৌতূহলে ভাষাময় হইয়া উঠিল।

অবিনাশবাবু বলিলেন, 'এখানকার রাস্তাঘাটগুলিও বেশ ঝরঝরে!—এই রাস্তাটা সোজা বুঝি গঙ্গার ধারে গেছে?' বলিয়া তিনি একটি লাল কাঁকরের পরিচ্ছন্ন রাস্তার দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করিলেন। চমৎকার রাস্তাটি! দুই ধারে গাছের সারি। গাছের ফাঁকে ফাঁকে আকাশ দেখা যাইতেছে। লাল রাস্তার উপর আলো-ছায়ার ছবি আঁকা। রাস্তার দুই পাশে প্রায় একই ধরণের পরিষ্কার পাকা বাড়ী। প্রায় প্রত্যেকটিরই সম্মুখে ছোট বাগান।

আনন্দ বলিল, 'হ্যাঁ, এই রাস্তাটা সোজা গঙ্গার ধারের দিকে গেছে—চার্চ হয়ে।'

তাহার পর আনন্দ দেখাইতে দেখাইতে চলিল, 'এটা ইস্কুল, ওই ডাক্তারখানা, এইটে মিউনিসিপ্যাল অফিস, এইটে গার্ড-বাংলা, ওগুলো রেলওয়ে কোয়ার্টার—'

বেশ পরিচ্ছন্ন ছোট শহর।

অনুপমা বলিল, 'আজ আমরা একটু পরে বেড়াতে বেরোব; কি বল বাবা?'

'আজ যাক্। শরীরটার তেমন যুৎ নেই।'

## ২

ভাল ছেলে বলিতে যাহা বুঝায়, শ্রীমান আনন্দমোহন রায় তাহাই। এ অঞ্চলে নাম-করা ছেলে। স্কুলের সে ভাল ছেলে ছিল—কলেজেও ভাল লেখাপড়া করিতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পরীক্ষায় যদিও সে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেয় নাই—কিন্তু কীর্তিমান যে-কোন ছাত্র অপেক্ষা তাহার জ্ঞানের পরিধি ছোট নয়। চরিত্রবান সুস্থ অমায়িক যুবক। পরোপকারী। এই সাহেবগঞ্জেই যে-কোন বাড়ীতে অসুখবিসুখ করিলে আনন্দই ছিল সকলের ভরসা-স্থল। তাহার একদল ভক্ত ছিল—সেই ভক্তেরা অধিকাংশই স্কুলের ছাত্র। তাহারা আনন্দের জন্য সমস্ত করিতে প্রস্তুত।

আহারাদির পর আনন্দ নিজের ঘরে শুইয়া খবরের কাগজে মনোযোগ দিয়াছে, এমন সময় বৌদিদি দর্শন দিলেন—

'কি ঠাকুরপো, কেমন দেখে এলে কাশী ?'

'বেশ ভালই।'

'কোথায় উঠেছিলে ?'

'আমার এক বন্ধুর বাসায়।'

'ভাগ্যে ঠিকানা দিয়ে যাও নি। তা হলে বিপদে পড়ে যেতে!'

'কেন?'

'টেলিগ্রাম যেত।'

'কেন?'—আনন্দ উঠিয়া বসিল।

'কেন! দেখ তা হলে।' বলিয়া হাস্যমুখী বৌদিদি উঠিয়া গেল এবং ক্ষণপরে একটি ফোটো হস্তে ফিরিয়া আসিলেন।

'কেন, এই দেখ!'

আনন্দ দেখিল। বলিল, 'কাশীতে থাকে বুঝি?'

'কুষ্টি প্রভৃতির সব মিল—এখন মেয়ে পছন্দ হলেই হয়।'

আনন্দ বলিল, 'আচ্ছা, কেন তোমরা সবাই মিলে এমন করে উঠে-পড়ে লেগেছ বল দেখি!'

'তবে কি বলতে চাও বিয়ে করবে না! পঁচিশ বছর বয়স হতে চলল। আর কেন?'

'এখন তো তোমার উৎসাহের অন্ত নেই—কিন্তু বিয়ের পর তখন তুমিই নানারকম খুঁত বার করে একটা ঝগড়ার সৃষ্টি করবে। বেশ তো আছি। তোমাদের এত মাথাব্যথা কেন?'

'হিংসে ক'রে!' বলিয়া বৌদিদি মুখ টিপিয়া হাসিলেন।

'আমি বিয়ে করে তোমাদের মত ন্যাতা-জোবড়া হয়ে থাকতে চাই না।'

'তোমার এত পঞ্চাশ-গণ্ডা হাঙ্গামা পোয়াবে কে বল তো? ঘন ঘন চা চাই! খাওয়া-নাওয়ার ঠিক নেই। সেবক-সমিতির পাণ্ডাগিরি করে রাত্রে বারোটার সময় আর দিনে দুটোর সময় বাড়ী ফিরবে—কে তোমার জন্যে রোজ রোজ বসে থাকবে?'

'কেন, তুমি। অনর্থক বাড়ীতে নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করার কোন হেতু দেখতে পাচ্ছি না। তুমি তো একাই স্বচ্ছন্দে বেশ ম্যানেজ করছ!'

'পারব না আমি।'

'আচ্ছা, যখন অপরাগ হবে তখন দাদার আর একটা না হয় বিয়ে দেওয়া যাবে। তোমাকে তখন পেন্‌শন দিয়ে কাশী পাঠিয়ে দিলেই হবে।'

'ইস্, তাই বৈ কি! দাদা তোমার কক্‌খনো বিয়ে করবে না। আমি মরে গেলেও না।'

আনন্দ খানিকক্ষণ বৌদিদির দিকে চাহিয়া রহিল। নিজের দাদাকে সে ভাল করিয়াই চিনিত। বৌদিদির ভুলটা আর ভাঙাইতে ইচ্ছা করিল না। সরল বেচারী!

বলিল, 'ওঃ, ভারি অহঙ্কার তো তোমার! আচ্ছা, যতদিন পার ততদিন তো ম্যানেজ কর। তারপর দেখা যাবে।'

ফোটোখানি তুলিয়া বৌদিদি বলিলেন, 'কেন, মেয়েটি তো দিব্যি দেখতে। সুন্দর চোখ দুটি!'

'আমি তো বলি নি দেখতে খারাপ !'

নীচে গলি হইতে ডাক আসিল, 'আনন্দদা—'

জানালার নিকট আনন্দ উঠিয়া গেল—'কে, কিশোর ? কি রে—কি খবর ?'

'আজ আমাদের 'বি' টিম আর 'সি' টিমে হকি ম্যাচ হবে, আপনাকে রেফরি হতে হবে।'

'কাল সারারাত ট্রেনে এসেছি। বংশীদাকে বল্ না।'

'তিনি ভারি পার্শিয়ালিটি করেন। সেবার আমাদের মিছিমিছি একটা পেনালটি দিয়ে দিলেন।'

'যাঃ, তোরা ফাউল করিছিলি। আমি ছিলাম তো।'

'না, আনন্দদা, আপনিই হোন—'

কিশোরের কিশোর মুখে আবদারের আভাস দেখিয়া আনন্দ হাসিয়া বলিল, 'আচ্ছা। কটার সময় ?'

'সাড়ে চারটে—'

'কটা বেজেছে এখন ?'

'আড়াইটে বোধ হয়—'

'আমার হুইসল্ নেই কিন্তু, একটা নিয়ে যাস্।'

'আচ্ছা।' কিশোর চলিয়া যাইতেই সামনের বাড়ীর জানালার দিকে আনন্দের নজর পড়িল। দেখিল, অনুপমা দাঁড়াইয়া ছিল—তাহার দৃষ্টি পড়িতেই সরিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে অবিনাশবাবু আসিয়া দাঁড়াইলেন।

আনন্দ জিজ্ঞাসা করিল, 'কেমন লাগছে? সব গুছিয়ে-টুছিয়ে নিয়েছেন তো? কোন কিছু দরকার হলে বলবেন আমাকে।'

অবিনাশবাবু বলিলেন, 'হ্যাঁ, গোছানো প্রায় শেষ হয়ে গেছে। তবে শরীরটা তেমন ভাল নেই। কেমন যেন মাথাটা ধ'রে আছে। অনু, চা হল না?'

আনন্দ বলিল, 'চা না হয় আজ আমরাই পাঠিয়ে দিই। ওবেলা আমাদের এখানেই না হয় খাবেন।'

অবিনাশবাবু বলিলেন, 'না, না—সে সব ঠিক আছে। অনু আমার কলেজে-পড়া মেয়ে হলে কি হয়—সব জানে। তা ছাড়া, আমার এই বুড়ো চাকর মধুয়া—একেবারে পাকা গিন্নী।'

বলিতে বলিতেই অনু এক পেয়ালা চা আনিয়া অবিনাশবাবুকে দিল।

আনন্দ দেখিল, চা দিয়া অনু বাঁ হাতের আঙুলগুলাতে ফুঁ দিতেছে। অবিনাশবাবু জিজ্ঞাসা করেলেন, 'কি হল?'

'ও কিছু নয়। একটু পুড়ে গেছে।'

শুনিবামাত্র আনন্দ বলিয়া ফেলিল, 'তাই নাকি! আমার কাছে ফার্স্ট এড-এর সেট্ আছে। ওষুধ একটা দিলে হয়।'—বলিয়া উত্তরের অপেক্ষামাত্র না করিয়া সে নামিয়া গেল। হস্তে একটা শিশি।

খেলা সবে শেষ হইয়াছে।

কিশোরদের টিম জিতিয়াছে।

তাহাদের দল আনন্দের চারিদিক ঘিরিয়া কলবর করিতেছে। ক্রমে ক্রমে ভিড় কমিতে লাগিল।

দুই চারিজন লোক—এদিকে ওদিকে পদচারণা করিতে করিতে আপন গন্তব্যপথ ধরিল।

আনন্দের গায়ের ঘামটা মরিতেই সে-ও বাড়ীর উদ্দেশে যাইতেছিল। এমন সময় মৃণাল দেখা দিল।

আসিয়াই বলিল, 'পৌনে ছটা হয়েছে। চল্, আস্তে আস্তে যাওয়া যাক তা হলে।'

আনন্দ বলিল, 'হ্যাঁ, চল্।'

মৃণাল তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আনন্দের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, 'এত অন্যমনস্ক কেন বল্ দেখি! কি ভাবছিস্ তুই?'

'কি আবার ভাবব!'

'এত অন্যমনস্ক তা হলে কেন?'

'অন্যমনস্ক?—কই না!'

তাহারা ধীরে ধীরে পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হইল।

৩

পরদিন সকালে উঠিয়া আনন্দ খবর পাইল, অবিনাশ-বাবুর কাল রাত্রে একটু জ্বর-ভাব হইয়াছিল। সকালেও ৯৯ আছে—একেবারে ছাড়িয়া যায় নাই। মধুয়া খবর আনিয়াছিল।—সে উপসংহারে বলিল, খোঁকাবাবুর আজ আসিবার কথা ছিল—কিন্তু তিনি না আসিতে দিদিমণি ঘাবড়াইয়া গিয়াছেন।

আনন্দ বলিল, 'আমি যাচ্ছি এক্ষুনি। ভয় কি?'

মধুয়া চলিয়া গেলে আনন্দের দাদা বৈঠকখানার দরজায় উঁকি দিলেন। তাঁহার কানে পৈতা জড়ানো, হাতে গাড়ু।

'ও বাড়ীতে কারা এসেছে রে?'

আনন্দ বলিল, 'অবিনাশবাবু। হরেরামবাবুর ভগ্নীপতি।'

'তুই চিনিস্ না কি?'

'না। গাড়ীতে আসবার সময় আলাপ হল।'

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তিনি কথাগুলি শুনিলেন। তাহার পর কিছু না বলিয়া ঘরে ঢুকিয়া জানালাতে ঝুঁকিয়া সশব্দে নাকটা ঝাড়িয়া ফেলিলেন।

যাইবার মুখে কেবলমাত্র বলিয়া গেলেন, 'ভগ্নীপতি কোত্থেকে জুটল আবার?'

আনন্দ কিছু বলিল না। হস্তস্থিত চায়ের খালি পেয়ালাটি টেবিলে রাখিয়া বাহির হইয়া গেল।

ঘণ্টাখানেক পরে নবীন ডাক্তার অবিনাশবাবুর বাড়ীতে দেখা দিলেন।

ডাক্তার নামে নবীন হইলেও বয়সে প্রবীণ। মরণের নানা মূর্তি দেখিয়া এবং নিজের জীবনেও বারকয়েক শোক পাইয়া নবীনবাবু কেমন যেন একটু ভীতু ধরণের হইয়া গিয়াছিলেন। অথচ এ অঞ্চলে নবীনবাবুর নামডাক খুব। লোক অত্যন্ত ভাল। কিন্তু সর্বদাই যেন ঘাবড়াইয়া আছেন— এই ভাব। অসুখের কথা শুনিয়াই আনন্দকে তিনি বলিলেন, 'অ্যাঁ! বল কি! জ্বর আর মাথাধরা ছাড়ছে না? সারলে দেখছি।' অবিনাশবাবুর বাড়ী আসিয়া তাঁহাকে যথারীতি পরীক্ষা করিয়া নবীনবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—'আপনারা থাকেন কোথায়?'

'লাহোরে।'

'লাহোরে? ম্যালেরিয়া ও-অঞ্চলে হয় না কি?'

'হয়। তবে খুব যে বেশী তা নয়।'

'আপনার জিবটা দেখি।'

অবিনাশবাবু জিব দেখাইলেন। ডাক্তার আবার একবার পাল্‌স-টা গুনিলেন। পরে বলিলেন—

'শীত করে জ্বর এসেছিল ?'

'আজ্ঞে না। মাথা ধরেছিল—এখনো ধরে আছে।'

'হুঁ।'

নবীন ডাক্তার প্রেসক্রপশন লিখিলেন,—কুইনাইন মিক্‌শ্চার। বলিলেন, 'আজ একটা ডোজ ক্যাস্টর অয়েল খেয়ে ফেলুন। তার পর এই ওষুধ তিন দাগ করে—দিন-তিনেক খেয়ে দেখুন। ম্যালেরিয়া হলে কমে যাবে।'

বলিয়া তিনি উঠিতে গেলেন। অবিনাশবাবু ফী দিতে গেলে নবীনবাবু বলিলেন, 'না না, আনন্দের কাছ থেকে আমি ফী নিই না কি ? আজন্ম ও আমাকে জ্বালাচ্ছে। ওর বয়স যখন বছরখানেক তখনই একবার নিমোনিয়া হয়ে ভুগিয়েছিল আমাকে, তারপর সমস্ত ছেলেবেলাটা ওর নানা ব্যারামে কেটেছে। একটু বড় হবার পর থেকেই সেবা-সমিতিতে পাণ্ডাগিরি সুরু করলে। কোথায় কার কলেরা—কোথায় বসন্ত—কোথায় জলে ডোবা—ডাক্ নবীন ডাক্তারকে। ফী নিয়ে আর কি করব ওর কাছ থেকে—দেবে তো ও সেই সেবা-সমিতির ফণ্ড থেকে! আমাকে আবার করে দিয়েছে তার প্রেসিডেণ্ট! কম জ্বালায় ও আমাকে! আপনারা জানেন না।'

অবিনাশবাবু হাসিয়া বলিলেন, 'না, এ ফী আমি নিজে থেকে দিচ্ছি।' নবীন ডাক্তার দমিবার পাত্র নহেন।

'বেশ, তা হলে আমাদের সেবা-সমিতি ফণ্ডে জমা করে দিন। আর দেখুন, আপনি ঘুরে ঘুরে বেড়াবেন না। চুপচাপ শুয়ে থাকুন। খাবেন বার্লি।'

নবীনবাবু যাইবার সময় আনন্দকে বলিয়া গেলেন, 'দেখো হে, এরা বিদেশী মানুষ—কোন অসুবিধা যেন না হয়। আমি চলি তা হলে। আমাকে এখুনি একবার মিরজাচৌকি যেতে হবে।'

নবীনবাবু চলিয়া গেলে আনন্দও চলিয়া যাইতেছিল। সিঁড়িতে কিছুদূর নামিয়াছে, এমন সময় পিছন হইতে ডাক আসিল—

'শুনুন।'

আনন্দ ফিরিয়া দেখিল—অনুপমা।

'কি ?'

'বাবা বললেন, এই টাকা দুটো নিয়ে যান, আপনার সেবা-সমিতি ফণ্ডে জমা করে দেবেন।'

আনন্দ হাত বাড়াইয়া বলিল, 'দিন।'

অনুপমা তাহার হাতে টাকা দিতেই আনন্দ বলিল, 'উঃ, আপনার আঙুলগুলো তো ভারি ঠাণ্ডা! সকাল থেকে

জল ঘাঁটছেন বুঝি? কালকে আঙুল যে পুড়েছিল, কেমন আছে, দেখি?'

অনুপমা মাথা নত করিয়া বলিল, 'ভাল হয়ে গেছে।' বলিয়াই সে ভিতরে চলিয়া গেল।

আনন্দ সেকেণ্ড-দুই সিঁড়ির উপর দাঁড়াইয়া থাকিয়া নীচে নামিয়া গেল।

নীচে নামিয়াই দাদার সহিত মুখোমুখি।

দাদার কানে তখনো পৈতা। বৃন্দাবনবাবু সকালে উঠিয়া কানে পৈতা জড়ান এবং স্নান করিবার সময় নামান। কোঁচার টেঁপটা গায়ে জড়ানো। আনন্দকে দেখিয়াই বলিলেন, 'ওরে, তুই পরের অসুখে মাথা ঘামিয়ে বেড়াচ্ছিস— এদিকে বুঁচকিটার যে দু'দিন থেকে পেটের অসুখ, তার খবর রাখিস?'

'কৈ না, বৌদি কিছু বলেন নি তো!'

সে প্রসঙ্গ ছাড়িয়া বৃন্দাবনবাবু আবার বলিলেন, 'ভোঁদার পড়াশোনাটাও তো একবার দেখতে পারিস! জিওমেট্রি ও একেবারে কিচ্ছু বুঝতে পারছে না!'

বলিয়া বৃন্দাবনবাবু ক্রুদ্ধ-কটাক্ষে সামনের বাড়ীর দোতালার পানে চাহিয়া দেখিলেন।

'আচ্ছা, দেখছি।' বলিয়া আনন্দ পাশ কাটাইল।

ক্ষণপরে দেখা গেল আনন্দ ভোঁদাকে জিওমেট্রি পড়াইতেছে : 'বুঝলি—? Two sides of a triangle are together greater than the third side।—বুঝলি? Together—মনে থাকে যেন!'

ভোঁদা বলিল, 'হ্যাঁ, বুঝেছি। ও-বাড়ীতে কারা এসেছে কাকা? ওই যে দেখ না—'

'কই?'

জানালা দিয়া দেখিল, অনুপমা ছাদে কাপড় শুকাইতে দিতেছে। সদ্য স্নান করিয়া টক্‌টকে লাল-পাড় একটি কাপড় পরিয়াছে। সূর্যের আলো সেই কাপড়ে প্রতিফলিত হইয়া হঠাৎ আনন্দের মনে রঙ ধরাইয়া দিল।

'ওরা অবিনাশবাবুর বাড়ীর। নে, পড়্। আচ্ছা, এটা বুঝেছিস্? আচ্ছা, বল্ তো straight line-এর definition কি?'

'Straight line is not curved'—চট্ করিয়া ভোঁদা বলিয়া ফেলিল।

'ও ঠিক হল না। তুই ডেফিনিশন্ একটাও পড়িস্ নি?'

এই তো রয়েছে—'A straight line is the shortest distance between any two points—'

ভিতর হইতে বৌদিদি হাঁক দিলেন, 'ঠাকুরপো, চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, খাবে এসো—'

আনন্দ ভিতরে গেল।

গিয়া দেখিল, বৌদিদি বুঁচকিকে কোলে করিয়া বসিয়া আছেন।

'বৌদি, বুঁচকির কি পেট খারাপ নাকি?'

'পরশু দিন একটু হয়েছিল। আজ ভাল আছে।'

'কেন?'

'এমনিই।'

'সাবধানে রেখো। চারদিকে অসুখবিসুখ।'

এই বলিয়া সে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিল।

চতুর্দিকে আগুন লাগিয়াছে। চারিদিক লালে লাল। নীল আকাশটাও যেন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে। লাল আগুনের লক্‌লকে রক্তশিখায় চতুর্দিক উত্তপ্ত।

জল চাই!—জলও যে লাল! লেলিহান আগুনের দীপ্ত আভায় কালো জল পর্যন্ত রাঙা—যেন রক্ত!

আনন্দের দিবানিদ্রা ভগ্ন হইল। অদ্ভুত স্বপ্ন তো!

উঠিয়া জানালাটা খুলিয়া দিতেই চোখে পড়িল আবার লাল। অনু জানালায় দাঁড়াইয়া আছে, লালপাড় শাড়ীর পাড়ে আগুন জ্বলিতেছে। সে জানালা বন্ধ করিয়া দিল। চোখ বুজিয়া আবার ঘুমাইবার চেষ্টা করিল। ঘুম কিন্তু আসিল না!

'আনন্দদা—'

নীচে নামিয়া গেল। দেখিল, কিশোর আসিয়াছে। হাতে একখানি খামের চিঠি। কিশোর বলিল, 'মৃণালদা আপনাকে এইটে দিতে বলেছে। তিনি আজ ট্রেনে কোথায় গেলেন।' বলিয়া চিঠি দিয়া কিশোর চলিয়া গেল।

আনন্দ চিঠি খুলিয়া পড়িল, 'এখন কিছুদিন আমি এখানে থাকব না। তোমাকে আমার সঙ্গে আসতেই হবে। আগামী মাসের বুধবার দিন অমাবস্যা পড়েছে। সেই দিন তোমার কাছে আসব। গভীর রাত্রে প্রস্তুত থেকো।'

পাগল নাকি মৃণালটা? মাথায় তাহার কি খেয়াল ঢুকিয়াছে! ভাবিতে ভাবিতে আনন্দ কাহাকেও কিছু না বলিয়া বাহির হইয়া গেল। শহর ছাড়াইয়া মাঠ পড়িল। অন্যমনস্ক হইয়া সে মাঠের পর মাঠ ভাঙিয়া চলিল।

সন্ধ্যার পর ফিরিয়া শুনিল, অবিনাশবাবুর টেম্পারেচার বাড়িয়াছে। তাহারও সারা মনে অস্বস্তি।

## ৪

দিন তিনেক পরে।

সমস্ত ব্যাপার আদ্যোপান্ত শুনিয়া নবীন ডাক্তার বলিলেন, 'সারলে দেখছি! এ তো টাইফয়েড দাঁড়াবে বলে মনে হচ্ছে!'

আনন্দ কেবল বলিল, 'আপনি কখন যাচ্ছেন? আজ একবার আপনার যাওয়া দরকার।'

'বিকেলের দিকে যাব এখন।'

আনন্দ ফিরিয়া আসিতেই দেখিল, মধুয়া দাঁড়াইয়া আছে।

'বাবু আপনাকে একবার ডাকছেন।'

'চল।'

অবিনাশবাবুর জ্বর—আজ সকালেও ১০২ ডিগ্রী আছে। একবারও ছাড়ে নাই। আনন্দকে দেখিয়া তিনি বলিলেন, 'বাবা, তোমাকে অনেক কষ্ট দিচ্ছি। কিছু মনে ক'রো না। কালকে অনুকে দেখতে দুজন ভদ্রলোক আসবেন এখানে—আগে থাকতেই কথা হয়ে আছে। অশোক আজও কেন যে এল না বুঝতে পারছি না।'

অশোক অবিনাশবাবুর পুত্র। কলিকাতায় এম্-এ পড়ে। আনন্দ জিজ্ঞাসা করিল, 'কোন চিঠিপত্র পেয়েছেন তাঁর ?'

'কিছু না। সে অবশ্য চিঠিপত্র কমই লেখে। যাক, কাল-নাগাদ না এসে পৌঁছলে একটা 'তার' করতে হবে। হ্যাঁ, যে-কথা বলছিলাম, কাল দুটি ভদ্রলোক আসবেন অনুকে দেখতে, তুমি বাবা একটু দেখাবার বন্দোবস্ত ক'রো। তাঁরা আসছেন অনেক দূর থেকে—এখন মানা করাও যায় না।'

'বেশ তো, সব ব্যবস্থা করব। সকালের ট্রেনে আসবেন তো ?'

'হ্যাঁ, নবদ্বীপ থেকে আসছেন তাঁরা।'

'আচ্ছা, সব ব্যবস্থা আমি করব এখন।'

অনুপমা এক পেয়ালা চা আনিয়া আনন্দের হাতে দিতেই আনন্দ বলিয়া ফেলিল, 'আপনি অবিনাশবাবুর কাছ থেকে বার বার উঠে যাচ্ছেন কেন ? আপনাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা না হয়—'

অনুপমা অকারণে লজ্জা পাইয়া গেল।

অবিনাশবাবু কেবল বলিলেন, 'হয়ে যাচ্ছে একরকম করে। মেয়েটা দু'তিন রাত্রি ঘুমুতে না পেরে রোগা হয়ে গেল। কাল আবার দেখতে আসবে ওকে। ভগবান যা করেন তাই হবে।'

আনন্দ বলিল, 'না না, ওঁর রোজ রোজ রাতজাগা ঠিক

হচ্ছে না। আজ রাত্তিরে আমি অপর ব্যবস্থা করব। কোন স্ত্রীলোক-নার্স যদি না পাই—পাওয়া শক্ত—আমরাই কেউ না-হয় আসব। আপনার এতে আপত্তি নেই তো?'

'না, কিছুমাত্র না। তবে তুমিই এসো বাবা। অচেনা লোক এলে—বুঝলে কিনা—'

'আচ্ছা, বেশ। তবে যাই এখন। ডাক্তারবাবু বিকেলে আসবেন।'

ঘর হইতে বাহির হইয়া আনন্দ দেখিল, অনুপমা বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছে। তাহার চোখে আনন্দ কি দেখিল তাহা সে-ই জানে। কিন্তু সহসা নির্ভয়ে তাহার কাছে গিয়া বলিল, 'রাত্রে কপাটটা খুলে রেখো তা হলে তুমি।'

'আচ্ছা।'

হঠাৎ সে অনুপমাকে 'তুমি' বলিল কেন, তাহা সে নিজেও জানে না।

রাত্রি প্রায় এগারটা হইবে।

অবিনাশবাবু ঘুমাইতেছেন। অনুপমা ঘরের কোণে একটি চেয়ারে বসিয়া আছে। একখানি বই লইয়া পড়িবার চেষ্টা করিতেছে। পড়া কিন্তু হইতেছে না। নানা কথা মনে হইতেছে। এইবার তাহার আই-এ পরীক্ষা দিবার কথা। অথচ পড়াশোনা তো কিছুই হয় নাই! এখানে

আসিয়া নির্জনে পড়িবে মনে করিয়াছিল—কিন্তু বাবার জ্বর হইয়া সব মাটি হইয়া গেল। দাদাও আসিতেছে না কেন? আনন্দবাবু না থাকিলে কি মুস্কিলেই না সে পড়িত তাহার বাবাকে লইয়া! সুন্দর ছেলে এই আনন্দবাবু। পদশব্দ শুনিয়া সে চকিত হইয়া উঠিল!

'কে?'

অতি মৃদুস্বরে আনন্দ বলিল, 'আমি। অবিনাশবাবু কি ঘুমিয়েছেন?'

অনুপমার বুকটা অকারণে কাঁপিতে লাগিল।

'হ্যাঁ।'—বলিয়া আলোটা কমাইয়া অনুপমা বাহিরে আসিল। বাহিরে মানে দালানে। সেখানেও একটা তক্তপোষ, একখানি চেয়ার। টেবিলে একটি বাতি জ্বলিতেছিল।

আনন্দ গিয়া চেয়ারটাতে বসিল।

অনুপমা জিজ্ঞাসা করিল, 'নীচে খিল দিয়ে এসেছেন তো?'

'না, ভুলে গেছি। থামুন, দিয়ে আসি।'

'আপনি বসুন। আমি দিয়ে আসছি।'—বলিয়া অনুপমা নীচে নামিয়া গেল। একা বসিয়া অকারণ পুলকে আনন্দের সমস্ত অন্তর যেন পরিপূর্ণ হইয়া গেল। সহসা তাহার মনে হইল, এই চেয়ারটাতেই তো অনুপমা সকালে

বসিয়া ছিল—তাহার স্পর্শ যেন ইহাতে লাগিয়া আছে। ওই যে আলনাতে কোঁচানো কাপড়গুলি ঝুলিতেছে—ওই যে শেল্‌ফে বইগুলি সাজানো—সবই তো অনুপমার!

অনুপমা ফিরিয়া আসিতেই আনন্দ বলিল, 'আপনি শুতে যান।'

অনুপমা স্বভাবতঃই একটু গম্ভীরপ্রকৃতির। আনন্দের কথা শুনিয়া তাহার গম্ভীর মুখে একটু হাসির রেখা দিল।

আনন্দ জিজ্ঞাসা করিল, 'হাসলেন যে?'

'আপনি কখনও আমাকে 'আপনি' বলছেন—কখনও 'তুমি' বলছেন। একটা যা-হয় ঠিক করে ফেলুন।'

আনন্দ একটু অপ্রতিভ হইল। বলিল, 'তুমি'টা বলতে লোভ হচ্ছে—কিন্তু স্বাভাবিক ভদ্রতায় 'আপনি' বেরিয়ে পড়ছে। 'তুমি' বললে আপনি কিছু মনে করবেন না তো?'

'মনে করবার কি আছে? আমি বয়সে কত ছোট! আপনি আমার দাদার ক্লাস-মেট।'

'বেশ, তা হলে শুয়ে পড়—রাত হয়েছে।'

অনু বলিল, 'ঘুম আসছে না।'

'তবু চেষ্টা করা উচিত। তা ছাড়া কাল দুজন ভদ্রলোক দেখতে আসবেন—রাত্রি জেগে থাকাটা—'

'ভারি বয়ে গেছে আমার। পছন্দ না হলেই বাঁচি—'

বলিয়া হঠাৎ সে লজ্জায় মুখ ফিরাইয়া ঘরের ভিতর চলিয়া গেল।

আনন্দ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। একটু পরেই অনুপমা ফিরিয়া আসিয়া বলিল, 'বাবা আজ বেশ ঘুমুচ্ছেন। কাল-পরশু মোটে ঘুম হয় নি রাত্রে।'

'ডাক্তারবাবু ঘুমের ওষুধ দিয়েছেন আজ।'

কিছুক্ষণ দুইজনই চুপচাপ।

মিনিটখানেক পরে আনন্দ বলিল, 'কাল যাঁরা আসছেন, তাঁরা পাত্রের কে হন?'

'পাত্র স্বয়ং আর তাঁর বন্ধু।'

'পাত্র স্বয়ং? কি করেন তিনি?'

'দালালি।'—বলিয়া অনু চুপ করিয়া গেল। তাহার পর বলিল, 'আমি সব কথা ঠিক জানি না।'

আনন্দের হঠাৎ মনে হইল, অনুপমার কণ্ঠস্বরে কেমন যেন একটা অসহায় ভাব ফুটিয়া উঠিল।

'পাত্রটি শুনলাম নাকি দোজবরে?'

চকিত হইয়া অনুপমা বলিল, 'শুনেছি তাই। কে বলল আপনাকে?'

'আপনার বাবাই আজ বিকেলে বলছিলেন। তিনি আপনার বিয়ে দেবার জন্য ভারি ব্যস্ত হয়েছেন, অথচ মনোমত পাত্র জুটছে না।'

অনুপমা কিছু না বলিয়া ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল।

আনন্দ বসিয়া ভাবিতে লাগিল, এ দেশে মেয়ে হইয়া জন্মানো কি দুঃখের! পদে পদে অপমানিত হইতে হয়। লেখাপড়া শিখিয়া ভদ্রভাবে জীবনযাপন করা আরও দুরূহ। ভদ্রভাবে চাকরি করা মুস্কিল, বন্ধুত্ব করা মুস্কিল, বিবাহ করা আরও মুস্কিল। আমাদের মনটা সতত কিশোরী-মুখী। অথচ লেখাপড়া শিখিতে গেলেই বয়স বাড়িবে। তখন কোন অল্পবয়স্ক যুবক তাহাকে বিবাহ করিতে চাহিবে না। সুতরাং অধিক বয়সের লোক চাই। সে লোকটাও কিশোরী-আহরণে ব্যর্থমনোরথ হইয়া তবে আসে। এই ভদ্রলোক দ্বিতীয়পক্ষে বিবাহ করিবেন, তাহাও আবার নির্লজ্জের মত নিজে দেখিতে আসিতেছেন!

অনুপমা ফিরিয়া আসিল। বলিল, 'ওই কোণে কুঁজোতে জল আছে।'

আনন্দ বলিল, 'শোন।'

'কি?'

'বল তো এ বিয়ে আমি পণ্ড করে দিতে পারি। তোমার কি মত আছে এ বিয়েতে?'

'আমার আবার মতামত কি! বাবার মতেই আমার মত!'

'তা হলে কাল যদি উনি পছন্দ করে যান, এবং পছন্দ

করবেনই সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই—তা হলে তুমি ওই দোজবরেটাকে বিয়ে করবে নাকি?'

কিছু না বলিয়া অনু শুইতে গেল। একা বিছানায় শুইয়া আনন্দের কথাগুলি তাহার কানে যেন গান গাহিয়া ফিরিতে লাগিল—'ওরা তোমায় পছন্দ করবেই, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।' অনুপমা শুইয়া শুইয়া আশা এবং আশঙ্কা করিতে লাগিল, কাল যদি আনন্দবাবু উহাদের সহিত একটা অনর্থ বাধাইয়া বসেন! বলা তো যায় না!

আনন্দ বসিয়া আছে। চতুর্দিক নীরব। দূরে একটা ঘড়িতে টং টং করিয়া বারোটা বাজিল। টেবিলে হাত বাড়াইয়া আনন্দ একটা বই লইল। Coming of Arthur. দুই-চারি পাতা উল্টাইয়া ভাল লাগিল না।

সে সায়েন্স-স্টুডেণ্ট—কবিতার ধার ধারে না।

কিন্তু মনে যে কবিতা জাগিতেছে!

'অনু—মা'—অবিনাশবাবুর ঘুম ভাঙিয়াছে।

আনন্দ তাড়াতাড়ি গিয়া বলিল, 'অনু ও-ঘরে ঘুমুচ্ছে। কি চাই?'

'একটু জল।'

আনন্দ জল দিল।

টেম্পারেচার লইল, ১০৩ ডিগ্রী।

ঠিক এই সময় মৃণাল সুলতানগঞ্জের ঘাটে নৌকা করিয়া গঙ্গা পার হইতেছে। তমসাচ্ছন্ন গঙ্গা।

## ৫

তাহার পরদিন দুইজন আসিলেন না, আসিলেন একজন। পাত্র নিজে। লোকটিকে দেখিলে নিতান্ত খারাপ লোক বলিয়া মনে হয় না, একটু যাহা খারাপ লাগে তাহা এই যে, তিনি যুবক না হইয়াও যুব-জনোচিত ব্যবহার করিতে ব্যগ্র। একটু অস্বাভাবিক-রকম চট্‌পটে। কামাইয়া কামাইয়া গণ্ডদেশ গণ্ডারচর্মের মত—তাহার উপর ক্রীম, পাউডার। ওয়েস্ট-কোট-পরা। চুল-ছাঁটা ঘাড়, হাতে-বাঁধা ঘড়ি এবং ঠোঁটে-চাপা সিগারেট দিয়া তিনি যুবক সাজিতে চান। কিন্তু তাঁহার চোখ-মুখ নীরবে সকলকে বলিয়া দিতেছে, 'বয়স পঁয়তাল্লিশের কম নয়।' ভাবগতিক দেখিয়া আনন্দের ইচ্ছা করিতেছিল—মেয়ে না-দেখাইয়া লোকটাকে বিদায় করিয়া দিতে। কিন্তু তাহা অসম্ভব। তাহারই বাড়ীতে অতিথি তিনি। ওই জন্যই আসিয়াছেন।

একটা রেকবীতে নিমকি, কচুরি প্রভৃতি কতকগুলি খাবার এবং এক পেয়ালা চা দিয়া আনন্দ গুম হইয়া বসিয়া ছিল। ভদ্রলোক খাইতেছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে শিস্ দিতেছিলেন।

আনন্দ ঈষৎ ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া নিকটেই একটি বেঞ্চে

বসিয়া ভাবিতেছে—চা খাওয়া শেষ হইলে সে কি করিবে। এখনি কি দেখিতে চাহিবে ?

এমন সময় নবীন ডাক্তার দেখা দিলেন।

'কেমন আছে হে আনন্দ, তোমার রোগী আজ ? চা আছে নাকি বেশী ! দাও তো এক পেয়ালা। ভোরবেলা বেরিয়েছি, এখনও বাড়ী ফেরা হয় নি।'

এক পেয়ালা চা লইয়া নবীনবাবু আনন্দের পাশেই বেঞ্চিতে বসিয়া পড়িলেন।

'কাল রাত্রে জ্বর ১০৩ ডিগ্রী পর্যন্ত উঠেছিল। এখন ১০২ ডিগ্রী আছে। পেটটাও একটু খারাপ হয়েছে।'

'সারলে দেখছি।' বলিয়া তিনি খামখা চিবুকের নীচেটা চুলকাইতে লাগিলেন। তাহার পর বলিলেন, 'নার্সিংএর ব্যবস্থা কি হয়েছে ? ওটাই তো আসল। লাহোর থেকে এসে ভদ্রলোক সারলে দেখছি !'

'কাল রাত্রে আমি ছিলাম। দিনের বেলা আমাদের সেবা-সমিতির তিনটি ছেলেকে সর্বদা থাকতে বলেছি। তিনজন তিনজন করে থাকবে। একজন রোগীর বিছানার পাশে থাকবে—আর বাকী দুজন 'অন ডিউটি' বাইরে থাকবে যদি কোন দরকার হয়। কিশোরকে 'ইনচার্জ' করে দিয়েছি।'

'কে কিশোর ?'

'হালদারদের কিশোর। সেই যে ও-বছর যার নিমোনিয়া হয়েছিল।'

'ও হ্যাঁ হ্যাঁ। সে ছোকরা বেশ ছেলে। এইবার ম্যাট্রিক দেবে না?'

'না, আসছে বছর। বেশ ছেলে। ক্লাসে ফার্স্ট হয়—সব দিকে চৌকোস।'

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন, 'তোরই তো সব চেলা! চল্, অবিনাশবাবুকে দেখে আসি।—দেরী হয়ে যাচ্ছে!'

আনন্দ আগন্তুক-ভদ্রলোককে বলিল, 'আপনি বসুন—এক্ষুনি আসছি।'

পথে নামিয়া নবীন ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এই বুঝি আবুহোসেন সাজবে? মানাবে না।'

আনন্দ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'আবুহোসেন সাজবে মানে?'

নবীন ডাক্তার বলিলেন, 'তেলিপাড়ার ভারতী-নাট্যসমাজ আবুহোসেন করবে যে। জানিস্ না? কোলকাতা থেকে একজন ভাল আবুহোসেন আসার কথা। আমি ভাবলাম সেই বুঝি!'

'ইনি অবিনাশবাবুর মেয়েকে দেখতে এসেছেন।'

'অবিনাশবাবুর মেয়ের বিয়ে হয় নি নাকি এখনও?'

'না। উনি আই-এ পড়ছেন।'

'তাই নাকি ?—সারলে দেখছি !'

উভয়ে উপরে উঠিয়া দেখিলেন, অবিনাশবাবু চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শুইয়া আছেন। পাশে কিশোর বসিয়া মাথায় জলপটি লাগাইতেছে। অনুপমা দালানে ফলের রস করিতেছে।

তিনবার ডাকিবার পর অবিনাশবাবু চক্ষু ঈষৎ খুলিয়া বলিলেন, 'এসেছেন আপনারা ? বসুন। ওরে অনু—'

'আপনি ব্যস্ত হবেন না। আমরা ঠিক করে নিচ্ছি।'

নবীনবাবু রোগী দেখিতে লাগিলেন। অবিনাশবাবু আবার চক্ষু মুদ্রিত করিলেন—কেমন যেন একটা অসাড় অবসন্ন ভাব। জ্ঞান আছে অথচ কথার উত্তর দিতে দেরী হইতেছে—যেন বেশী কথা বলিতে নারাজ। কষ্ট কি জিজ্ঞাসা করাতে বলিলেন, 'মাথাটা একটুও ছাড়ে নি। বড় যন্ত্রণা।'

বাহির হইয়া ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আজ কদিন হল ?'

আনন্দ বলিল, 'আজ সেভেন্থ ডে।'

নবীনবাবু চলিয়া গেলেন। আনন্দ অনুপমাকে বলিল, 'এইবার কাপড়-চোপড় পরে নাও—ভদ্রলোককে নিয়ে আসি—'

অনুপমা উত্তর দিল না। একবার যেন অধর দুইটি কাঁপিয়া

উঠিল। কিছু না বলিয়া সে আঙুলগুলাকে লইয়া কেবলই নিঙড়াইতে লাগিল।

আনন্দ বাহিরে চলিয়া গেল।

আনন্দ আসিয়া দেখিল, ভদ্রলোক বসিয়া একটু-যেন উস্‌খুস্‌ করিতেছেন।

অধিক ভূমিকা না করিয়া আনন্দ বলিল, 'আপনি এখন কি মেয়ে দেখতে চান?'

'বেশ তো! আমার আর আপত্তি কি?'

'কিন্তু আপনাকে এমন ভাবে মেয়ে দেখতে হবে যেন মেয়ে তা জানতে না পারে।'

'তার মানে?'

'তার মানে, আপনি যেন অবিনাশবাবুকে দেখতে গেছেন এইভাবে সেখানে যাবেন। সেখানে যে-মেয়েটিকে দেখবেন, সেইটি বুঝবেন অনুপমা। অন্য কোন মেয়ে ও-বাড়ীতে নেই।'

'এ রকম লুকোচুরি করে দেখার অর্থ কি?'

'অর্থ এই-যে এই অসুখের বাড়ীতে আয়োজন করে মেয়ে দেখাবার লোকাভাব। মেয়ে এখন তার অসুস্থ বাবার সেবা করবে, না সাজগোজ করবে—বলুন!'

'আচ্ছা আচ্ছা—তাই করুন। সাজগোজ করে দেখাটা আমি পছন্দও করি না।'

মেয়ে-দেখা কার্য শেষ হইয়াছে। আনন্দ ও সেই ভদ্রলোক নীচের ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

আনন্দ আসিয়াই বলিল, 'আপনার কি আর এক প্লেট খাবার চাই?'

'কেন?'

আনন্দ হাসিয়া বলিল, 'মেয়ে দেখার পর এক প্লেট খাবারের দাবী যে-কোন বাঙালী করতে পারে।'

'না না, থাক্। বরং আর এক কাপ চা হলে মন্দ হত না।'

'বেশ। ওরে ভোঁদা, দু পেয়ালা চা করতে বল্।'

আনন্দ বলিল, 'এইবার আসল কথা পাড়া যাক—মেয়ে আপনার পছন্দ হল কি না সেটা তো অবিনাশবাবু জানতে চাইবেন। কি বলব তাঁকে? সাধারণতঃ লোকে বলে থাকে—গিয়ে চিঠি লিখে জানাব। আপনিও কি তাই বলবেন?'

ভদ্রলোক একটু থতমত খাইয়া গেলেন। তাহার পর বলিলেন, 'মেয়েটির বয়স কত হবে, বলতে পারেন?'

'ঠিক বলা শক্ত। তবে উনিশ-কুড়ি হবে নিশ্চয়ই। আই-এ যখন পড়ছেন; এর কম নয়।'

'তা হলে বয়স খুব বেশী। অবিনাশবাবু আমাকে আইডিয়া দিয়েছিলেন, ষোল-সতেরো।'

'কন্যাদায়গ্রস্ত বাপেরা মেয়ের বয়স স্বভাবতই কোতে চায়। আপনার বয়স কত?'

এরূপ প্রশ্নের জন্য ভদ্রলোক প্রস্তুত ছিলেন না। বলিলেন, 'সাঁইত্রিশ।'

আনন্দ হাসিয়া বলিল, 'কন্যাদায়গ্রস্ত বাপেরা মেয়ের বয়স যেমন লুকোয়, দ্বিতীয়বার যাঁরা বিয়ে করছেন তাঁরাও নিজেদের বয়স একটু হাতে রেখে বলেন। এইটেই রেওয়াজ হয়ে গেছে। অবশ্য আপনার কথা বলছি না, তবে অনেকে করেন।'

ভদ্রলোক উত্তর দিলেন, 'বলেন কি? বাংলা দেশে আবার মেয়ের অভাব! এ দেশে বিয়ে করবার জন্যে বয়স লুকোতে হয় নাকি পুরুষ মানুষকে? You can get any number of girls educated or otherwise, provided you have money. আমার তা আছে, সুতরাং আমার বয়স লুকোবার দরকার কি? তা ছাড়া, আমাকে দেখে বুড়ো বলে মনে হয় নাকি?'

আনন্দ বলিল, 'আপনি যদি রাগ না করেন তো বলি। আমার মনে হয়েছিল, আপনার বয়স পঁয়তাল্লিশ।'

খাপ্ছাড়া রকম হাসি হাসিয়া ভদ্রলোক বলিলে, 'তাই নাকি ?'

আনন্দ বলিল, 'তা হলে অবিনাশবাবু যদি জিজ্ঞেস করেন কি বলব ?'

'আপনার কথাবার্তা শুনে মনে হয়, আপনি স্ট্রেট-ফরোয়ার্ড। আপনাকে স্পষ্ট বলাই ভাল, মেয়ে আমার পছন্দ হয় নি। অত বেশী বয়সের মেয়েকে আমি বিয়ে করব না। তা ছাড়া মেয়েটি ভারি সিক্‌লি।'

আনন্দ মূঢ়ের মত বসিয়া রহিল! অপমানটা তাহার নিজের গায়ে যেন লাগিল। পছন্দ হইল না! আশ্চর্য!

ইহাতে আনন্দ খুশী হইল, না, দুঃখিত হইল, সে নিজেই বুঝিতে পারিল না। শুধু সে মনে মনে বলিতে লাগিল—পছন্দ হল না? অবাক কাণ্ড!

বেলা বারোটার ট্রেনে ভদ্রলোক বিদায় লইলেন।

আনন্দ অশোকের নামে টেলিগ্রাম করিল—

Come sharp. Father seriously ill—Anu.

৬

আনন্দ একা বসিয়া ছিল।

শহরের বাহিরে রেল-লাইনের ধারে একটি পুলের উপর অন্ধকার নির্জ্জনে বসিয়া সে ভাবিতেছিল, তাহার জীবনে অতর্কিতভাবে যে তরুণীর আবির্ভাব ঘটিয়াছে তাহাকে লইয়া সে কি করিবে! বিশেষ কিছুই ঘটে নাই, অথচ মনের মধ্যে এ কি আন্দোলন! মধুর অথচ বেদনাময়। নিজেকে তাহার ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হইল। এত দুর্বল সে? সামান্য একটা নারীর সন্নিধ্যে তাহার এতদিনের সংযমের প্রাসাদ ধূলিসাৎ হইয়া যাইবে? অসম্ভব। হইতে পারে না।

আনন্দমোহন রায়ের শুভ্র চরিত্রে আজিও কলঙ্কের রেখা পড়ে নাই। পড়িবেও না।

তাই বলিয়া সে কি আজীবন ব্রহ্মচর্য পালন করিবে? তাহাও তো সম্ভব নয়। বিবাহ তাহাকে করিতেই হইবে—আজ না হোক, কাল।

অনুপমাকে বিবাহ করা সম্ভব কি?

ব্রাহ্মণ—কায়স্থ। বাধা দুস্তর হইবে। অনুপমা এ বিষয়ে কিছু ভাবে কি? জিজ্ঞাসা করিতে লজ্জা হয়। কৌতূহলের কিন্তু অন্ত নাই।

সমাজ ও সংসারের নিয়ম জটিল। মনের নিয়ম কিন্তু সরল ও সহজ—পুরুষ নারীকে কামনা করে!

দূরে পাহাড়ের গায়ে সাবুই ঘাসে আগুন লাগিয়াছে।

রাত্রে আনন্দ যখন বাড়ী ফিরিল, তখন রাত্রি দশটা হইবে। আসিয়াই শুনিল, অবিনাশবাবু দুই-তিন বার তাহার খোঁজ করিয়াছেন। সকালবেলা মেয়ে দেখানোর পর হইতে আনন্দ আর অবিনাশবাবুর বাড়ী যায় নাই। অনুপমাকে অপছন্দ করিয়া গিয়াছে—এই অতি রূঢ় সংবাদটা সে অসুস্থ অবিনাশবাবুকে দিতে ইতস্ততঃ করিতেছিল। অথচ—

সেবক-সমিতির একটি ছেলে আসিয়া বলিল, 'আনন্দদা, আপনি একবার আসুন। অবিনাশবাবুর জ্বর ১০৪ ডিগ্রী হয়েছে। আমরা ডাক্তারবাবুকে খবর দিয়েছিলাম। তিনি বললেন, 'বাথ্ দিতে '

'আচ্ছা, তোরা গরম জল তৈরি কর্, আমি আসছি।' বলিয়া সে ভিতরে চলিয়া গেল।

গিয়া দেখিল, বৌদিদি তাহার অপেক্ষায় বসিয়া আছেন।
—'কিছু আক্কেল নেই তোমার! কটা বাজে বল তো?'

অপ্রস্তুত আনন্দ বলিল, 'আমার ভাত ঢাকা দিয়ে তোমরা খেয়ে নিলেই পার! দাও, তবে বেশী দিও না, ক্ষিধে নেই।'

বৌদিদি বলিলেন, 'আজকাল ঠাকুরপোর ক্ষিদে-তেষ্টা সবই কমে গেছে দেখছি! ও-বাড়ীর মেয়েটি বেশ,—না?'

আনন্দ কিছু বলিল না। আসনটা পাতিয়া বসিল। তাহার পর বলিল, 'ছি বৌদি, ভদ্রলোকের মেয়েকে নিয়ে রসিকতা করা ঠিক নয়, বিশেষতঃ তার অসাক্ষাতে।'

আনন্দ বৌদিদির মুখে ও-বাড়ীর মেয়েটির সম্বন্ধে ইঙ্গিত শুনিয়া চটিয়া উঠিয়াছিল। ভয়ও পাইয়াছিল।

বৌদিদি হাসিয়া বলিলেন, 'না না, রসিকতা নয়—সত্যি মেয়েটি বেশ ভালই। ভালকে ভাল বলব না? ওরা যদি ব্রাহ্মণ হত, তা হলে বেশ হত।'

আনন্দ জিনিসটাকে লঘু করিবার অভিপ্রায়ে বলিল, 'আমি ভাবছি তুমি যদি বোবা হতে বেশ হত। দাদা কোথায়?'

'তিনি সন্ধ্যাবেলাই খেয়ে কোথায় বেরিয়েছেন। বোধ হয় তাসের আড্ডায়।'

অবিনাশবাবু মাঝে মাঝে দুই-একটা ভুল বকিতেছেন। রাত্রি দুইটা হইবে

আনন্দ বসিয়া একখানি বই পড়িতেছে।

ঘরে অনুপমা নাই।

অবিনাশবাবু হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, 'রেখে' দাও তোমার পাল্কী।' আনন্দ জল-পটি বদলাইয়া হওয়া করিতে লাগিল।

খানিকক্ষণ হাওয়া করিবার পর অবিনাশবাবুর যেন একটু ঘুম আসি৷ ।  আনন্দ আবার পুস্তকে মনোযোগ দিল।

মনোযোগ স্থায়ী হইল না।  বইটা সে রাখিয়া দিল।

তাহার পর নিঃশব্দপদসঞ্চারে সে দালানে গেল। দালানে গিয়া ধীরে ধীরে পাশের ঘরের দিকে অগ্রসর হইল। কিন্তু বেশী দূর নয়।

অর্ধ-মুক্ত জানালা দিয়া সে দেখিল, অনুপমা ঘুমাইতেছে। শাড়ীর পাড়টুকু ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না।  তেমনি নিঃশব্দপদে আবার সে ফিরিয়া আসিল।

'টং'—ঘড়িতে আড়াইটা বাজিল।

আর একটি ছেলে নীচে শুইয়া অঘোরে ঘুমাইতেছিল। সেবক-সমিতির একটি ভলান্টিয়ার।  আনন্দ তাহাকে জাগাইল।

'ওরে, তুই একটু ওঠ্। আমি স্টেশনে যাব একবার, এই গাড়ীতে বরফ আসার কথা আছে।  ঘুমিয়ে পড়বি না তো?'

'নাঃ।'—বালক উঠিয়া বসিল।

আনন্দ এখনি বাহির হইয়া যাইতে চায়।  নিজের উপর আস্থা সে ক্রমেই হারাইয়া ফেলিতেছে। ট্রেন আসিতে এখনও প্রায় ঘণ্টাখানেক দেরী আছে।  থাকুক।  সে বরং রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইবে।  এখানে থাকা ঠিক নয়।

'কোথা যাচ্ছেন?'

আনন্দ পিছন ফিরিয়া দেখিল—অনুপমা। 'এ কি! তুমি ঘুমোও নি?'

'ঘুমিয়েছিলাম। ঘুমটা ভেঙে গেল।—কোথা যাচ্ছেন আপনি? বাবা এখন কেমন আছেন?'

'সেই রকমই। আমি স্টেশনে যাচ্ছি বরফ আনতে।'

বলিয়া সে নামিয়া যাইতেছিল, হঠাৎ অনুপমা বলিল, 'বাইরে ঠাণ্ডা। আপনি বরং একটা কিছু গায়ে দিয়ে যান।'

বলিয়া সে নিজের র‍্যাপারটা আনিয়া দিল।

স্টেশনের ওভারব্রিজে দাঁড়াইয়া অনুপমার র‍্যাপারটা সর্বাঙ্গে জড়াইয়া আনন্দ অনুপমাকেই ভুলিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল।

দূরে সাইডিংয়ে একটা এঞ্জিন একটানা শব্দ করিয়া চলিয়াছে—সসসস—

ট্রেন আসিল।

আনন্দ নামিয়া গেল। প্রত্যেক কামরায় খোঁজ করিল। কই, জামালপুর হইতে বরফ লইয়া কেহ আসে নাই তো!

এই শীতকালে বরফ পাওয়া মুস্কিল ব্যাপার। কি করা যায়? দেখা যাক, কাল আটটার ট্রেনটাতে যদি আসে!

'কি হে আনন্দ, কোথা যাচ্ছ?'

দেখিল, রেলের এক চেনা বাবু। গোল-লণ্ঠন হাতে। রূপালি বড় বড় বোতাম লাগানো গলা-বন্ধ কোট। কাঁধের উপর রেল কোম্পানির লেবেল মারা—T.T.C.

'কোথায় যাব আবার! বরফ আসার কথা ছিল।—কই, দেখতে তো পাচ্ছি না কাউকে!'

'বরফ কেন?'

'এক ভদ্রলোকের টাইফয়েড হয়েছে—তাঁরই জন্যে।'

'ও, বুঝেছি বুঝেছি। বৃন্দাবনদা বলছিলেন বটে আজ ক্লাবে। ভদ্রলোকের বুঝি এক মেয়ে আছে?'

আনন্দ বলিল, 'হ্যাঁ। কেন?'

'না, এমনি। বৃন্দাবনদা বলছিলেন কিনা, মস্ত মাগী, অথচ বিয়ে হয় নি। বিয়ে দিলে অ্যাদ্দিন—' তাহার পর হঠাৎ থামিয়া আনন্দের পিঠটা চাপড়াইয়া দিয়া বলিল, 'বেড়ে আছ তুমি আনন্দ—'

ট্রেন ছাড়িয়া দিল। চলতি ট্রেনে টি-টি-সি লাফাইয়া উঠিলেন। উঠিয়া টুপিটা খুলিয়া আনন্দকে গুডবাই করিয়া বলিলেন, 'চলি। Wish your good luck.'

তাঁহার বিকশিত দন্তগুলি আনন্দকে যেন কামড়াইয়া দিয়া অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল!

গায়ে গলা-বন্ধ কোট। পায়ে ফিতা-বিহীন স্প্রিংয়ের জুতা, পরনে থান-কাপড়। কদমছাঁট চুল। কানে খড়কে গোঁজা এবং দক্ষিণ হস্তের তর্জনীতে একটি অষ্ট-ধাতুর অঙ্গুরীয়। হস্তে পানের বোঁটায় কিঞ্চিৎ চুন। পান চিবাইতে চিবাইতে শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনমোহন রায় আপিসে যাইতেছেন। আনন্দের বৈমাত্রেয় দাদা বৃন্দাবনবাবুর প্রবীণ-মহলে নিষ্ঠাবান বলিয়া খাতির আছে। আহ্নিক না করিয়া জল-গ্রহণ করেন না, মাছ-মাংস খাওয়ার বিরোধী,—হিন্দুরাই যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম জাতি ইহা নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করেন এবং হিন্দুত্ব বজায় রাখিতে সাধ্যমত চেষ্টাও করেন। আপিসে পিপাসা পাইলে তিনি মৈথিল ব্রাহ্মণ চাপরাসীকে দিয়া লোটা মাজাইয়া সম্মুখস্থ কূপ হইতে জল উত্তোলন করাইয়া, জুতা খুলিয়া আলগোছে তাহা পান করেন—ইহা আপিসস্থ সকলেই জানে। আপিসের সাহেবেরা বৃন্দাবনবাবুকে

উপযুক্ত কর্মচারী বলিয়াই মনে করেন এবং তদনুযায়ী তাঁহাকে খাতিরও করেন। বৃন্দাবনবাবু যদিও সম্মুখে গদগদ হইয়া তাঁহাদের সেলাম করিতে পাইলে কৃতার্থ হইয়া যাইতেন, আড়ালে কিন্তু তিনি তাঁহাদের সম্বন্ধে যে ভাষা ব্যবহার করিতেন তাহা ভদ্ররুচিবিগর্হিত। 'গোখাদক ম্লেচ্ছ ব্যাটারা'—ইহাই ছিল তাঁহার মৃদুতম সম্ভাষণ, অবশ্য আড়ালে।

এই সব কারণে প্রবীণ বিজ্ঞ মহলে বৃন্দাবনবাবুর একটি শ্রদ্ধার আসন ছিল।

যাহারা অপেক্ষাকৃত কম বিজ্ঞ, তাহারা কিন্তু বৃন্দাবন-বাবুকে এতখানি শ্রদ্ধা করিত না। এমন কি, দুই-চারি জন অপরিণতমস্তিষ্ক যুবক তাঁহাকে 'বাস্তু ঘুঘু' আখ্যা দিতেও দ্বিধা করে নাই। পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নাই কিন্তু দুই-চারি জন এমন সন্দেহও করিত যে প্রত্যহ সন্ধ্যায় তাস খেলিবার অছিলায় বৃন্দাবনবাবু যে-গৃহে যাতায়াত করেন, এবং যে কারণে যাতায়াত করেন তাহার মূলে সেই গৃহের বিধবা পুত্রবধূটি। কু-লোকে নানারূপ গুজব রটাইয়া থাকে, তাহার উল্লেখ আর না-ই করিলাম।

বৃন্দাবনবাবু আপিস যাইতেছিলেন, এমন সময় গলির মোড়ে আনন্দের সহিত তাঁহার দেখা হইয়া গেল। আনন্দ সাধ্যপক্ষে তাহার দাদার সম্মুখীন হইত না। এবং দৈবাৎ

দেখা হইলে পাশ কাটাইবার চেষ্টা করিত। আজ কিন্তু সে সক্ষম হইল না।

বৃন্দাবনবাবু পানের বোঁটাটায় একটা কামড় দিয়া বলিলেন, 'ওরে, শোন্। একটা দরকারী কথা আছে।'—বলিয়া তিনি পকেট হইতে পোস্টকার্ড একখানি ও চশমার খোলটি বাহির করিলেন। 'কাশী থেকে পরেশবাবুর চিঠি এসেছে। তুই বেড়াতে যাচ্ছি বলে কাশী গিয়ে বসে রইলি, অথচ আমাকে একটা ঠিকানা পর্যন্ত দিয়ে গেলি না! আবার খরচ করে যেতে হবে তো?'

আনন্দ প্রমাদ গণিল। মরীয়া হইয়া বলিয়া ফেলিল, 'এখন ওসব কথা থাক্। পড়াশোনা করতে করতে এখন বিয়ে করাটা ঠিক নয়।'

বৃন্দাবন বলিলেন, 'আহা, তুমি ঠিক নয় বললেই তো চলবে না! ওদিকে মেয়ের বয়স যে হু-হু শব্দে বেড়ে চলেছে। পরেশবাবু হিন্দু ব্রাহ্মণ—তাঁর মুখে অন্ন রুচছে না। তিনি লিখেছেনও তাই।'—বলিয়া বৃন্দাবনবাবু চশমাটি পরিধান করিয়া পোস্টকার্ডখানি তুলিয়া ধরিয়া পড়িলেন, 'কি বলিব বৃন্দাবনবাবু, মেয়ের বয়স তেরো পার হইয়া চৌদ্দতে পড়িল—আমার রাত্রে নিদ্রা ও দিনে আহার ঘুচিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। আজকাল যা দিনকাল পড়িয়াছে, আমার সহধর্মিণী সর্বদা ভয়ে কাঁটা হইয়া থাকেন, কখন কি অনর্থ

ঘটিয়া যায়!' এখন শুনলে তো? এ অবস্থায় আর দেরী করা ঠিক নয়। আমি তো মনে করছি আগামী মাঘ মাসেই—'

আনন্দ বর্তমান সঙ্কটটা এড়াইবার জন্য বলিল, 'আচ্ছা, একটু ভেবে দেখি।'

'এতে আর ভাবা-ভাবি কি আছে? আজকাল ওই হয়েছে তোমাদের এক দস্তুর—ভেবে দেখি! তা ছাড়া তোমার ভাবার আছে কি? আমি যতদিন বেঁচে আছি—'

আনন্দ তর্ক না করিয়া কেবল বলিল, 'তবু একটু ভেবে দেখি!'

'আরে কি মুস্কিল! আমি তাদের কথা দিয়ে রেখেছি গেল আশ্বিনে। ভদ্রলোক টাকাও প্রায় হাজারখানেক অগ্রিম দিয়ে রেখেছেন।'—বলিয়া তিনি কৌটা খুলিয়া কপ করিয়া এক খিলি পান মুখে ফেলিয়া দিলেন।

আনন্দ স্তম্ভিত হইয়া গেল। হাজারখানেক টাকা অগ্রিম লওয়া হইয়া গিয়াছে! সে কি একটা পণ্য-দ্রব্য? খরিদ্দার পূর্ব হইতে দাদন দিয়া গিয়াছে!

বৃন্দাবনবাবু বলিলেন, 'তা হলে একটা দিন-স্থির—'

আনন্দ হঠাৎ বলিয়া বসিল, 'টাকা ফেরত দিন। ওখানে আমি বিয়ে করব না।' বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া চলিয়া গেল।

বৃন্দাবনবাবুর বিস্মিত কণ্ঠ হইতে বাহির হইল, 'মানে ?' কিন্তু তাহা তিনি ছাড়া আর কেহ শুনিল না।

বৃন্দাবনবাবু আপিস চলিয়া গেলেন। আনন্দ বাড়িতে আসিয়া নিজের ঘরে খিল দিল দাদার কাণ্ড দেখিয়া সে বিচলিত হইয়াছিল, কিন্তু বিস্মিত হয় নাই স্বার্থের জন্য দাদা সবই করতে পারেন। যাক সে কথা আনন্দ অনুপমার কথা ভাবিতে লাগিল। জীবনে কোন স্ত্রীলোকের সম্বন্ধে তাহার এরূপ মনোভাব কখনও হয় নাই। দুই-চারি দিন মাত্র আলাপ, অথচ অনুপমার চিন্তাই তো সে সারাক্ষণ করিতেছে! অনুপমার দাদা অশোক কেমন লোক ? সে তো টেলিগ্রাম করা সত্ত্বেও আসিয়া পৌঁছিল না। ব্যাপার কি, কিছুই বোঝা যাইতেছে না। অবিনাশবাবুর জ্বর খুব বাড়াবাড়ি—১০৩ হইতে ১০৪, কখনও বা ১০৫ পর্যন্ত উঠিতেছে। নবীনবাবু বলিলেন, বুকেও নাকি সর্দি বসিয়াছে। বেশ প্রলাপ বকিতেছেন।

হঠাৎ তাহার মনে হইল, জামালপুর হইতে বরফ কিছু আসিয়াছে বটে—কিন্তু তাহাতে কুলাইবে না। জামালপুরে একজন ভলান্টিয়ারকেই পাঠাইতে হইবে। খানিকটা ভাল টিঞ্চার ডিজিটেলিস্ও আনাইতে হইবে—নবীনবা

বসিয়াছেন। কাহাকে পাঠানো যায় আনন্দ ভাবিতে লাগিল।

আর এক উপদ্রব আসিয়া জুটিয়াছে—তেলিপাড়া ভারতী নাট্যসমাজ। তাহারা আনন্দকে আসিয়া ধরিয়াছে, স্টেজ ম্যানেজমেণ্টের ভার তাহাকে লইতে হইবে। দুই-চারিজন ভলাণ্টিয়ারও তাহাদের চাই। স্কুলের ছেলেরা থিয়েটার লইয়া বেশী মাতামাতি করে, ইহা আনন্দের ইচ্ছা নয়। তথাপি কিছু-একটা রফা করিতে হইবে। কারণ, তেলিপাড়ার বাবুরা সেবক-সমিতির প্রধান পৃষ্ঠপোষক এবং লোকও ভাল। একটু থিয়েটার-প্রবণ এই যা। এই সময় মৃণালটা কোথা গেল! তাহাকে ভিড়াইয়া দিলেই সব গোল চুকিয়া যাইত। মৃণালও তাহার জীবনে একটা সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। লবণ-আইন অমান্য করার দরুন জেল খাটিয়া মৃণাল যেন বদলাইয়া গিয়াছে। সর্বদাই কি যেন ভাবে! মাঝে মাঝে তাহাকে শুধু বলে, 'আমার আদর্শ বদলাইয়াছে।' হঠাৎ আনন্দ আবিষ্কার করিল যে, এত চিন্তার মধ্যেও অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত অনুপমার চিন্তা তাহার মনে সমানে বহিয়া চলিয়াছে। দুয়ারে ধাক্কা পড়িল—কপাট খুলিয়া দেখিল বৌদিদি।

বৌদিদি একটু মুচকি হাসিয়া বলিলেন, 'ঘরে খিল দিয়ে কি হচ্ছে? ও-বাড়ী থেকে তোমাকে ডাকতে এসেছে। চা খেয়ে তবে যাও।' বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

আনন্দ বাহিরে গিয়া দেখিল, মধুয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে দেখিয়া মধুয়া বলিল, 'কলকাতা থেকে চিঠি এসেছে। দিদিমণি আপনাকে একবার ডাকছেন। সময় হবে কি আপনার এখন?'

আনন্দ বলিল, 'আমি চা খেয়েই যাচ্ছি।'

ভিতরে যাইতেই বৌদিদি বলিল, 'এত বেলায় চা আর না-ই খেলে! ভাত তো রান্না হয়ে গেছে।'

আনন্দ বলিল, 'তুমিও বৌদি পেছনে লাগলে! Thou too Brutus! সংসারের নানাবিধ জ্বালা-যন্ত্রণার মধ্যে তুমিই একমাত্র লোক আছ, যেখানে—'

বৌদিদি বলিলেন, 'থাক্ থাক্—বোঝা গেছে। সেদিন সামান্য একা জামার ছিট এনে দিতে বললাম, বলা হল—এখন সময় নেই! ভোঁদাকে দিয়ে আনাতে হল। সে বিছছিরি এনেছে।'

আনন্দ গম্ভীর মুখে বলিল, 'একটা লোক টাইফয়েডে ভুগছে। নিতান্ত অসহায়—বিদেশে একা। তার কাজটা আগে করা উচিত, না তোমার ছিট খুঁজে বেড়ানো উচিত? বল। আচ্ছা—আজই তোমার ছিট এনে দিচ্ছি। ব্লাউসের তো? কি ধরণের চাই?'

আসল কথা, বৌদিদির ছিটের আর প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু সাধারণতঃ বৌদিদি-জাতীয় মহিলাদের এ সম্বন্ধে মাথার

ছিট্ আছে, তাই তিনি বলিলেন, 'ওই ও-বাড়ীর মেয়েটি জামা প'রে বেড়ায়—দেখ নি তুমি ?'

'কোন্ বাড়ীর মেয়েটি ?'

'আহা, কিছু যেন বুঝতে পারছেন না ! ওই তোমার অনুপমা গো ! সেই যে কাল বিকেলে পরেছিল—চকোলেট রংয়ের উপর লাইট্ হলুদ রঙের ফুট্-ফুট্ দাগ—'

আনন্দ গম্ভীর হইয়া বলিল, 'বেশ। আজ খুঁজে আনব।'

অন্যমনস্ক হইয়া আনন্দ চা শেষ করিয়া উঠিতে যাইতেছিল, এমন সময় বৌদিদি আবার বলিলেন, 'দেখ, ডবল বহর যদি হয়, তা হলে এক গজ আর সিংগ্‌ল্ বহর হলে কিন্তু দেড় গজ লাগবে।'

আনন্দ অন্যমনস্ক ভাবেই উত্তর দিল, 'আচ্ছা।'

বলিয়া বাহির হইয়া গেল।

বৌদিদি ছিটের স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন।

অবিনাশবাবুর বাড়ী গিয়া আনন্দ অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িল। গিয়া দেখিল, অনু কাঁদিতেছে।

'কি হল ? কাঁদছ যে ?'

অনুপমা একটি পত্র আনন্দের হাতে দিল। পত্রে লেখা—

অনু দেবী,

আপনার টেলিগ্রাম যথাসময়ে এসেছে। কিন্তু দুঃখের সহিত আপনাকে জানাচ্ছি—অশোকবাবুকে পুলিসে ধরে নিয়ে গেছে। পলিটিক্যাল সাস্‌পেক্ট—এই অজুহাতে। যদি আপনারা প্রয়োজন মনে করেন, আমি যেতে পারি। টেলিগ্রাম করবেন তা হলে।

বিমান।

আনন্দ জিজ্ঞাসা করিল, 'বিমান কে?'

'দাদার একজন বন্ধু।'

'তোমার সঙ্গে আলাপ আছে না কি?'

'হ্যাঁ, খুব। আমাদের বাড়ীতে সেবার সমস্ত পূজা ভেকেশানটা কাটিয়ে এসেছেন।'

আনন্দের মুখটা অকারণে অন্ধকার হইয়া উঠিল।

অনুপমা কহিল, 'বিমানবাবুকে কি টেলিগ্রাম করব আসতে?

'সেটা আমি কি করে বলব? তুমি যা ভাল বোঝ কর। তোমার যখন এমন বিশেষ বন্ধু—তখন বিপদের সময় ডাকা উচিত। এখন কোন কাজ নেই তো?—চললাম।'

বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া আনন্দ বাহিরে চলিয়া গেল। এমন আকাস্মিকভাবে আনন্দ কোনদিন

চলিয়া যায় নাই। আজ হঠাৎ এমন করিয়া চলিয়া গেল কেন বিশ্লেষণ করিতে গিয়া অনুপমার অধরে অতি-ক্ষীণ একটি হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল।

ছানার জল করিতে হইবে।

অনুপমা স্টোভ জ্বালিতে বসিল।

স্টোভে স্পিরিট ঢালিয়া দেশলাই জ্বালিয়া বসিয়া-বসিয়া স্বচ্ছ নীল শিখাটি দেখিতে দেখিতে অনুপমা ভাবিতে লাগিল, বিমানবাবুর চিঠি দেখিয়া আনন্দবাবু অমন করিয়া হঠাৎ চলিয়া গেলেন কেন?

তাহার অধরে ক্ষীণ হাস্যরেখাটি আবার ফুটি ফুটি করিতে লাগিল।

আনন্দ তাহার শ্রদ্ধাস্পদ অগ্রজকে এড়াইয়া চলিতেছে। আপিস হইতে ফিরিয়া তিনি আনন্দের খোঁজ লইয়াছিলেন, আনন্দ ত্রিসীমানায় ছিল না। সন্ধ্যাহ্নিক, আহারাদি প্রভৃতি সারিয়া যখন তিনি তাসের আড্ডায় যাইবার আয়োজন করিতেছেন—তখনও তিনি আর একবার আনন্দের সন্ধান করিলেন, কিন্তু পাইলেন না। ভোঁদা আসিয়া বলিল যে, অবিনাশবাবুর বাড়ীতে আনন্দ নাই; তাহারা বলিল, চারিটার পর হইতে সে আর ও-বাড়ীতে যায় নাই। মলিদার কম্‌ফরটারটা গলায়, কানে এবং মাথায় বেশ করিয়া বাঁধিতে বাঁধিতে বৃন্দাবনবাবু খবরটা শুনিলেন। তাহার পর ভোঁদাকে বলিলেন. 'তোর মাকে ডাক্।'

ভোঁদার মা আসিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আনন্দ কোথায় গেছে জান গা?'

'বলতে পারি না তো।'

'রাত্রে যখন খেতে আসবে, ব'লো তো যে আমার সঙ্গে কাল সকালে দেখা না করে যেন কোথাও না বেরোয়।—বুঝলে?'

'আচ্ছা।'

কোণ হইতে লাঠিটা তুলিয়া লইয়া বৃন্দাবনবাবু নৈশ-ভ্রমণে বাহির হইলেন।

খানিকটা ছিট বগলে করিয়া আনন্দ রাত্রি নয়টা-নাগাদ বাড়ী ফিরিল। ছিট দেখিয়া বৌদি উল্লসিতা। বৌদিদির যাহা কিছু সখের সামগ্রী আনন্দই তাহা চিরকাল আনিয়া দিয়াছে, হয় নিজের স্কলারশিপের টাকা দিয়া, না হয় নিজের হাতখরচ হইতে পয়সা বাঁচাইয়া। বৃন্দাবনমোহন এই সব বিলাসিতার সমর্থন করিতেন না। কিন্তু রোধও করিতেন না। আপিসে যেমন তাঁহার সহিত বড় সাহেবের সম্পর্ক, বাড়ীতে তাঁহার নিজের সহিত স্ত্রীর সম্পর্ক অবিকল সেইরূপ ছিল। বড় সাহেব যেমন নিম্নতন কর্মচারীদের তুচ্ছ দোষ ত্রুটি উপেক্ষা করেন, গৃহস্থালির বড় সাহেব বৃন্দাবনবাবু তেমনি এইসব সামান্য বিলাসপ্রিয়তা প্রভৃতি ছোটখাটো অপরাধ দেখিয়াও দেখিতেন না। এ বিষয়ে তাঁহার মহত্ব ছিল স্বীকার করিতেই হইবে। তাঁহার দুইটি বিষয়ে কড়া নজর ছিল—স্ত্রীর সতীত্ব ও গৃহকর্মনিপুণতা। স্ত্রীর সহিত তিনি কথাবার্তা কমই বলিতেন—কিন্তু যখনই বলিতেন উপরোক্ত দুইটি বিষয় লইয়াই বলিতেন। বাজে

কথা—বিশেষতঃ স্ত্রীজাতির সহিত—বৃন্দাবনবা একেবারেই পচ্ছন্দ করিতেন না। লোকে কিন্তু— যাক সে কথা।

আনন্দ বৌদিদির মারফৎ দাদার আদেশ শুনিয়া বলিল, 'তুমি দাদাকে বলে দিও—এ বিষয়ে আমি কিছুতে করতে পারব না। তিনি যেন আমাকে মাপ করেন।'

'বেশ তো বাপু, তুমি নিজেই বলো। আমার এসব বিষয় নিয়ে তোমার দাদার সঙ্গে কথা কইতে ভয় করে।'

'না, আমি আর এ নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করব না।'

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বৌদিদি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আজও তুমি যাবে না কি ও বাড়ীতে?'

'দেখি—!'

আহারাদি শেষ করিয়া আনন্দ বাহির হইয়া গেল।

৯

আনন্দ বাড়ী হইতে বাহির হইল বটে—কিন্তু কোথায় যাইবে ঠিক ছিল না। অবিনাশবাবুর চিকিৎসা ও সেবা ঠিকই চলিতেছে, সেবা-সমিতির বালকগণ ঘড়ির কাঁটার মত কাজ করিয়া যাইতেছে। তাহার বার-বার না গেলেও চলে। বস্তুতঃ অকারণে যাওয়াটা তাহার নিজেরই যেন নিজের কাছে খারাপ লাগিতেছে। সে নিজের কপটাচরণ নিজেই ধরিয়া ফেলিয়াছে—সে সহসা আবিষ্কার করিয়াছে যে অবিনাশবাবুর অসুখের ছুতা করিয়া সে বার-বার অনুপমার কাছেই যাইতে চায়। আবিষ্কার করিয়া অবধি সে মনে মনে কুণ্ঠিত হইয়া আছে। ঠিক করিয়াছে, বিনা প্রয়োজনে সে আর অবিনাশবাবুর বাসায় যাইবে না। অন্যায় হইতেছে।

রেল-লাইন পার হইয়া সে মাঠের দিকে অগ্রসর হইল। অন্ধকার মাঠ। জনপ্রাণীশূন্য।—মাঠের প্রান্তে দূরে একটা পাকা বাড়ী আছে বটে, কিন্তু এই শীতে কপাট জানালা সব বন্ধ।

একাকী অন্ধকারে আনন্দ প্রেতের মতন মাঠে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। কত কথা মনে হইল। এই মাঠে কত খেলায় সে জিতিয়াছে ও হারিয়াছে। কত আঘাত পাইয়াছে

ও দিয়াছে। আশৈশবের ক্রীড়াভূমি এই মাঠ—অন্ধকারে জননীর মত তাহার আর্ত মনে যেন সান্ত্বনা বহন করিয়া আনিল।

কত বন্ধুবান্ধবের কথা মনে হইল। কে কোথায় ছড়াইয়া গিয়াছে। স্কুলের সহপাঠী রামদেও, হরেন, নন্দকিশোর, ললিত—কোথায় তাহারা এখন! নিতাই কি এখনও বাঁচিয়া আছে? স্কুলজীবনে নিতাই ছিল তাহার ধ্যান-জ্ঞান। নিতাই যদি মেয়ে হইত তাহাকে ঠিক সে বিবাহ করিত। নিতাই এখন কোথায়? যাহাকে না হইলে একদণ্ড চলিত না—তাহার কথা এখন আর কই মনেও পড়ে না তো?

কোথায় সেই রসিকলাল? তাহার টিকি লইয়া অহরহ সকলে ঠাট্টা করিত। বেচারীকে ভাল-মানুষ পাইয়া একদিন সকলে তাহার টিকিটি কাটিয়া পর্যন্ত দিয়াছিল। রসিকলাল বেচারী কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল। কোথায় সে এখন? বাল্যকালের বিস্মৃতপ্রায় সঙ্গীদল এই অন্ধকার মাঠে যেন তাহাকে ঘেরিয়া ধরিল। থাকিবার মধ্যে আছে মৃণাল। এই একমাত্র লোক যে তাহার আশৈশব সহচর। কিন্তু সম্প্রতি কিছুদিন হইতে মৃণালের এ কি খেয়াল হইয়াছে তাহা সে বুঝিতে পারে না। মৃণালের বহু বক্তৃতা সে বহু গোপন স্থানে বসিয়া শুনিয়াছে—কিন্তু আজও সে বুঝিতে পারে নাই—কি ব্যাপারে সে লিপ্ত আছে। অথচ মৃণাল খুলিয়া কিছু বলে

না। আভাসে-ইঙ্গিতে সে বলে, কার্যটি দুরূহ। বুধবারে সে সব খুলিয়া বলিবে বলিয়াছে—দেখা যাক।

আশ্চর্য ছেলে এই মৃণাল! যেমন শরীর—তেমনি বুদ্ধি! মৃণাল তাহাকে বারম্বার বলিয়াছে, যে কার্যে সে ব্রতী তাহাতে আনন্দের সাহায্য সে চায়। অথচ কি সে কার্য তাহা খুলিয়া বলিবে না। আগেই সে প্রতিশ্রুতি চায়। আনন্দের সাহায্য তাহার চাইই! তাহারও পাত্তা নাই। কোথায় সে?

হঠাৎ কাছে শৃগাল ডাকিয়া উঠিতেই আনন্দের চমক ভাঙিল। কোথায় আসিয়া পড়িয়াছে! এ যে একেবারে পাহাড়ের কাছাকাছি!

ফিরিয়া যাওয়া দরকার। ফিরিতে ফিরিতে সে আবার ভাবিতে লাগিল। দেখিল তাহার এত এলোমেলো চিন্তার মধ্যেও একটি চিন্তা তাহার মনের মধ্যেও অটুট আছে তাহা অনুপমার। তাহার সমস্ত প্রয়াস ব্যর্থ করিয়া দিয়া অনুপমার মুখখানি তাহার মনের মধ্যে জাগিয়া আছে। আশ্চর্য!

হঠাৎ তাহার মনে হইল, অবিনাশবাবুর অসুখ যদি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে?—সে তো কাহাকেও কিছু বলিয়া আসে নাই, যদি প্রয়োজন হয় তাহা হইলে তাহাকে তো কেহ পাইবে না!

যতদূর সম্ভব দ্রুতগতিতে সে ফিরিতে লাগিল। অন্ধকারে

তাড়াতাড়ি রেল-লাইন পার হইতে গিয়া সে হোঁচট খাইয়া পড়িয়া গেল। হাঁটুটা বোধ হয় ছড়িয়া গেল।

গলিটার মোড়ে আসিয়া সে একবার থমকিয়া দাঁড়াইল। মিউনিসিপালিটির বাতিটা হেলিয়া-পড়া পোস্টের উপর হইতে যৎসামান্য আলোক বিকীরণ করিতেছে। সামনে একটা বাড়ীর পাকা বারান্দায় একটা কুকুর কুণ্ডলী পাকাইয়া শুইয়া আছে। পদ-শব্দ পাইয়া কতকগুলা ছুঁচা কিচকিচ করিয়া সরিয়া পড়িল। চতুর্দিক নিস্তব্ধ।

অতি ধীরে ধীরে চোরের মতন আনন্দ অবিনাশবাবুর বাড়ীটার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। অবিনাশবাবুর ঘরে আলো জ্বলিতেছে। তাহার পাশের ঘরের জানালায় মনে হইল যেন অনুপমা দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে দেখিয়া সরিয়া গেল।

আনন্দ একবার নিজেদের বাড়ীটার দিকে চাহিয়া দেখিল, সমস্ত চুপচাপ। তখন সে ধীরে ধীরে ডাকিল, 'বিনয়!'

'যাই।'—বলিয়া একটি বালক আসিয়া বাতায়নে দাঁড়াইল।

'কপাটটা খুলে দিয়ে যা—'

'যাই।—বলিয়া বিনয় নামিয়া আসিয়া বলিল, 'বাঃ, কপাটটা তো খোলা রয়েছে! আমি যে বন্ধ করে গেলাম! খুললে কে?'

আনন্দ ভিতরে প্রবেশ করিতে করিতে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, 'কেমন আছেন অবিনাশবাবু এ বেলা ?'

'ভাল না। জ্বর একটু আগে দেখেছিলাম ১০৪·৬ ডিগ্রী। সর্বদাই বিড় বিড় করে কি বকছেন—আর বিছানায় কি যেন খুঁজছেন !'

'অনুপমা জেগে আছেন না কি ?'

'এখুনি তো জেগে ছিলেন।

আনন্দ আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিল। উঠিয়া দেখিল, আপাদমস্তক ঢাকা দিয়া অনুপমা ঘুমাইতেছে। কে বলিবে এখনি জাগিয়াছিল !

আনন্দ অবিনাশবাবুকে দেখিয়া ধীরে ধীরে আবার নামিয়া চলিয়া গেল। ভারতী নাট্যসমাজে একবার যাওয়া দরকার। অনেক করিয়া তাহারা বলিয়া গিয়াছে।

যাইতে যাইতে তাহার মনে হইল, অনুপমা কি সত্যই ঘুমাইতেছে ?

পরদিন আনন্দের উঠিতে বেলা হইল। শুইতে অনেক রাত্রি হইয়াছিল। উঠিয়াই বৃন্দাবনমোহনের সহিত দেখা হইয়া গেল। কানে পৈতা-জড়ানো বৃন্দাবন আনন্দকে দেখিয়া বলিলেন, 'বেলা আটটা পর্যন্ত শুয়েই থাকবি না কি? উঠে পড়্।'

আনন্দ উঠিয়া পড়িল। পলাইতে পারিল না।

বৃন্দাবনমোহন বলিলেন, 'কাশীর ব্যাপারটা আমি মিটিয়ে ফেলতে চাই। ও সব ছেলেমানুষি ছাড়—'

আনন্দ চুপ করিয়া রহিল।

বৃন্দাবনমোহন ছাড়িবার পাত্র নহেন। বলিলেন, 'চুপ করে থেকে লাভটা কি বল! 'হাঁ' 'না' একটা কিছু বলতেই তো হবে। এ ক্ষেত্রে যখন 'না' বলার পথটা বন্ধ, তখন 'হাঁ' বলাটাই ভাল। শুনেছি মেয়েটি দেখতে বেশ সুশ্রী—তোকে যা-তা একটা ধরে দিতে চাই না।'

আনন্দ উপস্থিত-বিপদটা এড়াইয়া যাইবার জন্য বলিল, 'তার চেয়ে আপনি নিজে একবার দেখে আসুন।'

'তুই বাপু নিজেই যা না।'

'না, আমি যাব না।'

'এই শীতে আমাকে আবার কাশী পর্যন্ত দৌড়তে হবে। আচ্ছা, বেশ, তাই হবে।'

আনন্দ রেহাই পাইয়া হাঁফ ছাড়িল।

প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়া সে যখন বৌদিদির কাছে চা পান করিতে গেল, তখন বৌদিদি একটি খবরের মতন খবর দিলেন।

'ও-বাড়ীর মেয়েটি এসেছিল একটু আগে! বেশ সুন্দর কথাবার্তা।'

আনন্দ আশ্চর্য হইয়া গেল।

'হঠাৎ আমাদের বাড়ীতে কেন?'

'চায়ের দুধ নিতে এসেছিল। তোমার সেবক-সমিতির ছেলেরা সব ঘুমুচ্ছে। মধুয়া বাজারে গেছে। নিজেই এসেছিল বেচারী।'

'তার বাবা কেমন আছেন?'

'ভাল নয়। বাঁচবে তো? মেয়েটির মুখখানি ভারী শুকনো।'

'ভগবান জানেন।'—বলিয়া আনন্দ চায়ের বাটিতে চুমুক দিল। তাহার মনে মনে নিজের অজ্ঞাতসারেই একটা আফসোস ঘনাইয়া উঠিতেছিল। আহা, অনু অসিয়াছিল, অথচ সে গাধার মত শুইয়া ঘুমাইতেছিল।

নীরবে চায়ের বাটিটা শেষ করিয়া আনন্দ উঠিতে যাইবে,

এমন সময় বৌদিদির কোল হইতে বুঁচকি বলিয়া উঠিল, 'তা-তা!'

'শুনছ ঠাকুরপো, তোমাকে ডাকছে! একটু কোলে নাও বেচারীকে। অবিনাশবাবুরা এসে থেকে ওদের আর ছোঁও নি তুমি।'

আনন্দ হস্ত-প্রসারণ করিতেই বুঁচকি ঝাঁপাইয়া কোলে আসিল। আনন্দ তাহাকে লইয়া বাহির হইয়া গেল। বাহিরের ঘরে আসিয়া দেখিল, থানার দারোগা বিনোদবাবু আসিয়া বসিয়া আছেন।

'নমস্কার বিনোদবাবু, খবর কি?'

বিনোদবাবু ও আনন্দ পরস্পর পরিচিত। বিনোদবাবু আনন্দকে যথেষ্ট খাতির করিতেন। বিনোদবাবু বলিলেন, 'আপনার সঙ্গে একটু কথা আছে, প্রাইভেট।'

'খুকীটাকে দিয়ে আসি তা হলে।'

খুকীকে দিয়া আনন্দ ফিরিয়া আসিল। কহিল, 'চলুন, বেরুনো যাক।' পথে চলিতে চলিতে বিনোদবাবু বলিলেন, 'আপনাদের বাড়ীর সামনে যে ভদ্রলোকেরা এসেছেন, চেনেন আপনি তাঁদের?'

'আগে আলাপ ছিল না, ট্রেনে আলাপ হয়েছিল। তারপর এসেই অসুখে পড়েছেন—সেই সূত্রে একটু ঘনিষ্ঠতা হয়েছে।'

'কে কে আছেন ও-বাড়ীতে ?

'অবিনাশবাবু আর তাঁর এক মেয়ে। তাঁর এক ছেলে—'

'ওই ছেলেই তো যত গোল করেছে মশাই। কলিকাতায় পলিটিক্যাল সাস্‌পেক্ট বলে তাকে ধরেছে। আমার উপর হুকুম এসেছে বাড়ী সার্চ করতে। শুনলাম, আপনার সঙ্গে আলাপ, তাই আপনাকে একবার প্রাইভেট্‌লি—'

আনন্দ ভয় পাইয়া গেল।

'বাড়ী সার্চ! সে তো অসম্ভব। অবিনাশবাবুর টাইফয়েড, নবীনবাবু বলেছেন সীরিয়স ব্যাপার। এ অবস্থায় সার্চ করা—'

বিনোদবাবু লোকটি ভাল। দেখিলে মনে হয় না তিনি কোন নিষ্ঠুর কার্য করিতে পারেন। ধপধপে ফর্সা রঙ। নাকের ডান পাশে একটি কালো আঁচিল—এই আঁচিলটাই ছিল তাঁহার মুখের মধ্যে একটু খুঁত, তাহা না হইলে বিনোদ-বাবুকে সুপুরুষই বলা চলে। তিনি বলিলেন, 'সার্চ তো করতেই হবে। তবে অবিনাশবাবুর যাতে কোন কষ্ট না হয় সেটা আমরা দেখব। তা ছাড়া আপনি যখন রয়েছেন এ ব্যাপারে— কোন রকম— সে কথা বলাই বাহুল্য। বুঝলেন কি না আমাদের চাকরি! কিছু মনে করবেন না। চলুন তা হলে।'

আনন্দ বিস্মিত হইয়া বলিল, 'এখুনি ?'

'হ্যাঁ, সেরেই ফেলা যাক।'

বলিয়া বিনোদবাবু ফিরিলেন। আনন্দও সঙ্গে সঙ্গে ফিরিল।

সার্চ করিয়া বিশেষ কিছু বাহির হইল না।

বিনোদবাবু কার্য সমাধা করিয়া চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় বারম্বার ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া গেলেন। সত্যই লোকটি ভাল।

কিছুক্ষণ পরে নবীনবাবু আসিলেন।

সব কথা শুনিয়া তিনি অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। উত্তেজনার চোটে স্টেথোস্কোপটা বার-দুই তাঁহার হাত হইতে পড়িয়া গেল।

—'তার মানে? পুলিস এসেছিল?—আমাদের বিনোদ-দারোগা? ডেঞ্জারাস লোক তো! মুচকি মুচকি হাসে, দেখলে মনে হয় খুব ভালমানুষ। পেশেণ্টের বিছানার নীচেও সার্চ করেছে? সারলে দেখছি। টাইফয়েড রুগী—সীরিয়স কেস—সটান এসে রুগীটাকে ডিস্টার্ব করে গেল! তার কি এটা জ্ঞান নেই যে, এসব রুগী নাড়াচাড়া একেবারে বারণ! হঠাৎ একটা শ্লাফ আলগা হয়ে গেলেই তো—বাস্, খতম।—সারলে দেখছি! আজ কদিন হল?'

আনন্দ বলিল, 'আজ তেরো দিন।'

'কাল রাত্রে কেমন ছিলেন?'

আনন্দ বলিল, 'এই বিনয়, বল্।'

বিনয় একটা খাতা দেখিয়া মুখস্থ করার মত বলিয়া গেল, 'কাল রাত্তির নটায় টেম্পারেচার ১০৩·৪, বারোটায় ১০৩·৬, তিনটের সময় ১০৩, ছটার সময় ১০২·৮, এখন ১০৩·২। ইউরিন মাত্র একবার হয়েছিল।'

ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভুল বকছিলেন?'

'হ্যাঁ। বিড়-বিড় করে—'

নবীনবাবু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সব শুনিলেন। রোগী দেখিলেন। তাহার পর বাহিরে আসিয়া বলিলেন, 'সুবিধের নয়। আনন্দ, দেখিস এ ছেলেগুলো যেন ভাল করে হাত-টাত ধোয়। এদের কারো হলেই তো গেছি।'

আনন্দ বলিল, 'আচ্ছা।'

টেলিগ্রাম করিতে হয় নাই।

স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বিমানবাবু পরদিন আসিয়া উপস্থিত হইলেন—পশ্চাতে কুলী। কুলীর মাথায় খাঁকি ওয়াড়-দেওয়া চামড়ার স্যুটকেস। তদুপরি একটি হোল্ডল। ভদ্রলোকের গলায় মা[illegible] জড়ানো, গায়ে হ[illegible]নের চেস্টারফিল্ড—চেস্টারফিল্ডের দুই পকেট ভর্তি কমলালেবু। হস্তে নেভি-কাটের টিন্, বগলে একটি বিলাতী মাসিক-পত্র, চক্ষে

হোয়াইট গোল্ডের ফ্রেম দেওয়া চশমা। মুখে নিখুঁত ভদ্র-ভাব। গোঁফ-দাড়ি কামানো।

কুলী বলিল, 'এহি হরেরামবাবুকা বাসা।'

আনন্দ নবীন-ডাক্তারের নিকট হইতে ফিরিতেছিল।

আগন্তুক ভদ্রলোককে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কাকে খুঁজছেন?'

'অবিনাশবাবু বলে একজন ভদ্রলোক—'

'হ্যাঁ, ওইটেই। ওরে পচা, কপাটটা খুলে দিয়ে যা।'

'অন-ডিউটি' পচা আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল।

'থ্যাঙ্ক্‌স।'—বলিয়া বিমানবাবু ভিতরে চলিয়া যাইতেছিলেন এমন সময় আনন্দ জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনার নাম কি বিমানবাবু?'

স্মিতমুখে ভদ্রলোক বলিলেন, 'হ্যাঁ।'

'টেলিগ্রাম পেয়ে আসছেন বুঝি?'

'না। কোন খবর পাই নি। তাই চলে এলাম।' বলিয়া তিনি ফিরিয়া বলিলেন, 'আচ্ছা যাই, নমস্কার।'

'নমস্কার। আমিও আসছি একটু পরে।'

আনন্দ দাঁড়াইয়া দেখিল, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন একটি আধুনিক যুবক ভিতরে অনুপমার কাছে চলিয়া গেল। নিজের অর্ধ-মলিন খদ্দরের পাঞ্জাবিটাকে তাহার ধিক্কার দিতে ইচ্ছা করিল। হঠাৎ উপরের দিকে চাহিয়া দেখিল, অনুপমা

জানালায় দাঁড়াইয়া আছে। মনে হইল যেন সে আনন্দের চোখের দিকে চোখ তুলিয়া ক্ষণকাল চাহিয়া রহিল।

ক্ষণকালমাত্র। তাহার পর সে সরিয়া গেল। হয়ত মনের ভুল। আনন্দের মনে হইল, দৃষ্টিটুকু যেন মিনতি-ভরা।

আনন্দ আর উপরের দিকে না চাহিয়া সোজা নিজের বাড়ীর ভিতর চলিয়া গিয়া বৌদিদিকে জিজ্ঞাসা করিল, 'বৌদিদি, উনুন খালি আছে না কি ?'

মৃদু হাসিয়া বৌদিদি বলিলেন, 'চা চাই তো ? তোমার সাড়া পেয়েই জল চড়িয়েছি।'

'ও, থ্যাঙ্ক্স।'—বলিয়া আনন্দ রান্নাঘরের দাওয়াতেই একটা পিঁড়ি লইয়া বসিয়া পড়িল। বলিল, 'দু পেয়ালা চা তৈরী কর। এক কাপ বিমানবাবুকে পাঠিয়ে দিই। এইমাত্র কলকাতা থেকে এলেন ভদ্রলোক। অনুপমার দাদার ক্লাস-মেট—'

বৌদিদির বঙ্কিমচন্দ্র পড়া ছিল। হাসিয়া তিনি বলিলেন, 'অর্থাৎ ওস্‌মানের আবির্ভাব হল !'

আনন্দ শুধু বলিল, 'কি যে বল পাগলের মত ! কেউ শুনে ফেললে কি হবে বল তো ? তোমাদের ওই এক চিন্তা—'

বৌদিদি বলিলেন, 'ওদের বাড়ীতে পুলিস এসেছিল না কি সার্চ করতে ?'

'হ্যাঁ। অবিনাশবাবুর ছেলেকেও পুলিসে ধরেছে কলকাতায়। মুস্কিলে পড়েছেন ভদ্রলোক—'

বৌদিদি শঙ্কিত-কণ্ঠে বলিলেন, 'তুমি মিশো না বাপু ওদের সঙ্গে, কোথা থেকে কি হয় বলা যায় না।'

আনন্দ একটু হাসিল মাত্র। তাহার পর বলিল, 'দেখা যাক, অদৃষ্টে যা থাকে সে হবে। চা হল ?'

চা লইয়া গিয়া আনন্দ দেখিল, দালানে বসিয়া অনুপমা ও বিমান কথা কহিতেছে। বোধ হয় অশোকের অ্যারেস্ট হওয়া সম্বন্ধেই কোন কথা কহিতেছিল, আনন্দকে দেখিয়া তাহারা থামিয়া গেল।

'আপনার জন্যে চা নিয়ে এলুম।'

'So very kind of you. Thanks. বসুন। অনুর কাছে সব শুনছিলাম। ওর তো ধারণা দেখছি—আপনি মানুষ নন, দেবতা।'

'তাই না কি ? এ রকম ভাবে আমাকে গালাগাল্গি দেবার অর্থ ? আমার জটা নেই,—তিনটে চোখ, চারটে হাত, পাঁচটা মাথা, ছটা আনন, কিছুই তো নেই। যাদের মধ্যে মাঝে মাঝে বাইক চড়ি। ষাঁড়, ময়ূর কিংবা ইঁদুর-চড়া আমার

পক্ষে অসম্ভব। হঠাৎ আমাকে দেবতা বলে অপদস্থ করবার মানে কি ?'

'না না, ঠাট্টা নয়। অনু সত্যিই খুব প্রশংসা করছিল আপনার।'

'কি যে বলছ তুমি বিমানদা! না আনন্দবাবু, আমি বিশেষ কিছু বলি নি'— বলিয়া লজ্জিতা অনুপমা উঠিয়া গেল।

আনন্দ জিজ্ঞাসা করিল, 'অবিনাশবাবুকে দেখেছেন ?'

'হ্যাঁ, দেখলাম। খুব সীরিয়স্ বলেই তো মনে হচ্ছে। নবীনবাবু বেশ ভাল ডাক্তার তো ? I mean, যদি দরকার হয় কলকাতা থেকে ডক্টর সেনকে আনাতে পারি।'

'নবীনবাবু এ অঞ্চলের মধ্যে বড় ডাক্তার। প্রবীণ লোক। সদাশয় ব্যক্তি। আমরা তো ছেলেবেলা থেকে ডাক্তার মানে নবীনবাবুকেই বুঝি।'

'বুড়ো ডাক্তারেরা একটু সেকেলে ধরণের হন কিনা। আজকালকার আপ-টু-ডেট্ সব চিকিৎসা—'

আনন্দ জিজ্ঞাসা করিল, 'কলকাতায় আপ-টু-ডেট্ চিকিৎসা করে টাইফয়েড-রোগী কি আর মরছে না আজকাল ?'

'না, তা নয়, তবে—'

'তবে ?'

'তবে অনুর হয়তো একটু স্যাটিশফ্যাকশন হত।'

অনুপমা বাহির হইয়া আসিয়া বলিল, 'না না। নবীন-

বাবুর হাতেই চিকিৎসা থাক্। বড় যত্ন করে দেখেন উনি। বিমানদা এসে অবধি ডাক্তার সেন—ডাক্তার সেন করছেন। নবীনবাবুকে আমার তো খুব বিশ্বাস হয়।'

'একটা কিছু যদি হয়ে যায়, তখন ব'লো না যেন যে বিমানদা কিছু করলে না। অশোক অনুপস্থিত, এ অবস্থায় কোন ত্রুটি যেন না হয়—খরচের ভয় করি না।'

বলিয়া তিনি বিলাতী কায়দায় 'shrug' করিলেন।

অনু বলিল, 'না, ওসব থাক্।'

আনন্দ বলিল, 'বেশ তো, নবীনবাবু তো আজ বিকেলে আসবেন, তখন তাঁকে বললেই হবে। তিনি যদি দরকার বোঝেন, তখন ব্যবস্থা করলেই হবে।'

বিমানবাবু বলিলেন, 'হ্যাঁ, সেই বেশ।'

আনন্দ জিজ্ঞাসা করিল, 'খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা—'

অনুপমা বলিল, 'সে সব হয়েছে। আপনি আজ আসবেন তো রাত্তিরে? কষ্ট হয় তো থাক্।'

আনন্দকে বলিতে হইল, 'না, কষ্ট কি? আসব আজ।'

বৈকালে আনন্দ অবিনাশবাবুর বাড়ী যাইতে পারে নাই—তাহার স্পোর্টিং ক্লাবের মীটিং ছিল। মীটিং শেষ

হইবার পর অবিনাশবাবুর বাড়ীতে গিয়া বিমানবাবুর সহিত মুখোমুখি বসিয়া গল্প করিতে ইচ্ছা করিতেছিল না।

'কে, আনন্দ না কি? শুনেছ?'

আনন্দ ফিরিয়া দেখিল, জীবনদা।

'কি শুনব?'

'মৃণাল মারা গেছে।'

'অ্যাঁ! সে কি! কি করে? কোথায়?'

'মুঙ্গেরে—রেলে কাটা পড়েছে।'

আনন্দের হঠাৎ মনে হইল, আজই তো বুধবার—অমাবস্যা। আজই তো তাহার আসিবার কথা ছিল। মৃণালের কত কথা যে বলিবার ছিল!—অকথিত রহিয়া গেল চিরদিনের মত। এ কি সত্য?

আনন্দ নির্বাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সেই মাঠ। আনন্দ একা আবার অন্ধকারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। মৃণাল মারা গিয়াছে? বিশ্বাস হয় না।

বলি-বলি করিয়াও কি কথা সে না বলিয়া সহসা চলিয়া গেল! সেই তেজস্বী মৃণাল! লোকের বিপদে কি প্রাণ দিয়াই না সেবা করিত! এই সেবক-সমিতি তো তাহারই প্রতিষ্ঠান! সম্প্রতি সে কেমন যেন উন্মনা হইয়া ঘুরিত!—জিজ্ঞাসা

করিলে বলিত, বৃহত্তর সত্যের সন্ধান সে পাইয়াছে। কি সে সত্য? তাহার সন্ধান সে তো আনন্দকে দিয়া গেল না! মৃণালের জীবনে কত ছোটখাটো খুঁটিনাটি তাহার মনে পড়িতে লাগিল। ভারি অভিমানী ছিল সে। আনন্দ কাহারও সহিত বেশী ভাব করিলে মৃণাল মনে মনে চটিয়া যাইত। আনন্দ তাহার একার বন্ধু থাকিবে—কোন তৃতীয় ব্যক্তির স্থান সেখানে নাই। দিব্য তাহাকে ফেলিয়া চলিয়া গেল তো! সত্যই কি মৃণাল মরিয়াছে? আর আসিবে না?

আনন্দের চোখে অশ্রু জমিয়া উঠিল। হঠাৎ তাহার মনে হইল, অনুপমা তাহার জীবনে সহসা আবির্ভূত হইয়াছে, তাই কি মৃণাল চলিয়া গেল? অভিমানী মৃণাল!

অনুপমা? কোথাকার কে? অথচ সারা মনটা জুড়িয়া বসিয়া আছে! আজ বিমানের কাছে তাহার প্রশংসা করিয়াছে। শুনিয়া অবধি আনন্দের মন আকাশে আকাশে উড়িয়া বেড়াইতেছে। আজ রাত্রে সেখানে যাইতে হইবে। বিমান আসিয়াছে—যাইবার আর দরকার কি? কিন্তু অন্তরতম মন বলিল, আসিয়াছে বলিয়াই যাইবার দরকার আছে। তাহা ছাড়া, অনুপমা নিজমুখে আসিতে বলিয়াছে, এবং সে প্রতিশ্রুতি দিয়া আসিয়াছে।

যাইবে বই কি!

বিমান আর অনু কি এক ঘরে শুইবে? সেটা ঠিক হইবে

না। উপরে তো দুইখানি ঘরও নাই। এই শীতে বিমানবাবু কি দালানে শুইতে রাজী হইবেন? দালানও তো ঘর। একই ঘরে দুইজনের শোয়াটা— আনন্দ অনুপমা-সমস্যায় মগ্ন হইয়া গেল।

বিচিত্র মানুষের মন! আশৈশবের সহচর মৃণালের মৃত্যু-শোক ভুলিয়া আনন্দ কোথাকার অচেনা অনুপমার স্বপ্ন দেখিতেছে জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে।

অবিনাশবাবুর খবর লইবার জন্য আনন্দ আবার নবীন-ডাক্তারের বাড়ী গেল। এবার দেখা হইল।

ডাক্তারবাবু বলিলেন, 'কম্প্লিকেশন এসেছে।'

শঙ্কিতকণ্ঠে আনন্দ জিজ্ঞাসা করিল, 'এ বেলা কি অবিনাশবাবুর অবস্থা খারাপ দেখলেন না কি?'

'অবস্থা তো খারাপই। ভীষণ টক্সীমিয়া। তার ওপর এক ফোড়নদার ছোকরা এসে জুটেছে। সারলে দেখছি!'

'বিমানবাবু কিছু বললেন না কি?

'বললে, রক্ত দেওয়ার যদি দরকার মনে করেন—আমি রক্ত দিতে পারি স্বচ্ছন্দে। আজকাল কলকাতায় রক্ত-দেওয়া একটা ফ্যাশন হয়েছে কিনা!'

আনন্দ তাহার পর বলিল, 'কলকাতা থেকে ডাক্তার আনাবার কথা কিছু হল না কি!'

'হ্যাঁ। বলছিল ওই ছোকরা। আমি বললাম, একটা কেন, দশটা ডাক্তার তোমরা আনতে পার। মেয়েটি কিন্তু বাইরে থেকে কাউকে আনাতে রাজী নয় দেখলাম।'

অকারণে আনন্দ বলিল, 'মেয়েটি বেশ ভাল।'

নবীনবাবু একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, 'মৃণালের খবর শুনেছিস?'

'শুনেছি।'

'উঃ, বড় লোকসান হয়ে গেল একটা! এমন ছেলে এ তল্লাটে আর হবে না। তোরা দুটিতে মাণিকজোড় ছিলি।'

'চললাম।'—মৃণালের কথা মনে করিয়া হঠাৎ তাহার বুকের ভিতরটা কেমন যেন মুচড়াইয়া উঠিল।

বাড়ী ফিরিয়া দেখিল, একখানি টেলিগ্রাম আসিয়াছে তিনপাহাড় হইতে। সেখানে তাহার ছোট বোন বীণার অবস্থা সঙ্গীন। দুই দিন হইতে প্রসববেদনা, ছেলে এখনও হয় নাই। বীণার স্বামী তিনপাহাড় স্টেশনে কাজ করেন। তিনি আনন্দকে যাইবার জন্য টেলিগ্রাম করিয়াছেন।

আনন্দ আবার নবীন-ডাক্তারের বাড়ী ছুটিল। তিনি

বার কয়েক 'সারলে দেখছি' বলিয়া শেষটা ঠিক করিলেন যে, হাসপাতালের ধাত্রীটিকে লইয়া অবিলম্বে আনন্দ চলিয়া যাক, তারপর দরকার যদি হয়, তিনি যাইবেন।

নিজের ভগ্নীর অসুখ। যাইতে হইবে। কিন্তু কি আশ্চর্য! আনন্দ মনে মনে যেন একটু বিরক্তই হইল। আজ রাত্রে সে যেন এখানে থাকিতে পাইলে বর্তিয়া যাইত। যাইবার পূর্বে সে একবার অবিনাশবাবুর বাড়ী গেল। দেখিল, ছবি আঁকিয়া বিমানবাবু 'টেলিভিশনে'র তথ্য অনুপমাকে বুঝাইতেছে এবং ঝুঁকিয়া পড়িয়া অনুপমা তাহা দেখিতেছে। তাহার আগমন তাহারা জানিতে পারিল না। তাহারও জানাইতে প্রবৃত্তি হইল না, ধীরে ধীরে সে নামিয়া গেল।

১৩

তিন দিন পরে।

রাত্রি দুইটা হইবে। অন্ধকার ভেদ করিয়া ট্রেন ছুটিয়া চলিয়াছে। একটি ইণ্টার-ক্লাস কামরায় আনন্দ একা বসিয়া আছে। যমে-মানুষে টানাটানি করিয়া মানুষ জয়ী হইয়াছে—বীণা বাঁচিয়াছে। আনন্দ সাহেবগঞ্জে ফিরিয়া চলিয়াছে। তিন দিন সে অনুপমার কোন খবর পায় নাই।

এই তিন দিন আনন্দ যাহা ভাবিয়াছে তাহা বর্ণনা করিবার নহে, অনুভব করিবার, এ অনুভূতির ভাষা নাই।

সাহেবগঞ্জে যখন সে পৌঁছিল, তখন শেষ রাত্রি। স্টেশনে চেনা কাহারও সহিত দেখা হইল না। স্টেশনের বাহিরে আসিয়া দেখিল। শুকতারাটা জ্বলজ্বল করিয়া জ্বলিতেছে। অত্যুজ্জ্বল শুক্রগ্রহ।

তাহার সমস্ত অন্তর কানায় কানায় পরিপূর্ণ।

ধীরে ধীরে সে গলির মোড়ে আসিয়া দাঁড়াইল।

মিউনিসিপালিটির বাতি নিবিয়া গিয়াছে।

চতুর্দিক নিস্তব্ধ।

গলির ভিতর প্রবেশ করিয়া অবিনাশবাবুর বাড়ীর দিকে সে তাকাইয়া দেখিল। অন্ধকার। অবিনাশবাবুর ঘরে আলো জ্বলিতেছে না। ইহার মানে কি?

'বিনয়—কিশোর—'

কাহারও সাড়া নাই। ইহারা ঘুমাইয়া পড়িল না কি? দেখিল, কপাটটা খোলা। ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, গাঢ় অন্ধকার; হাত বাড়াইয়া হাতড়াইয়া সিঁড়ি দিয়া সে উপরে উঠিল। উপরেও অন্ধকার। কম্পিত কণ্ঠে সে ডাকিল, 'অনু—অনুপমা—'

কেহ নাই—অবিনাশবাবুর শয্যা শূন্য।

নীচে নামিয়া গিয়া নিজেদের বাড়ীর দরজায় সে সজোরে করাঘাত করিতে লাগিল। বৌদিদি আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিয়া বলিলেন, 'অবিনাশবাবু কাল সকালে মারা গেছেন। ওঁরা সব চলে গেছেন—কালই সন্ধ্যাবেলা।' একটু থামিয়া বৌদিদি আবার বলিলেন, 'উনিও ফিরেছেন কাল কাশী থেকে। ১৭ই মাঘ দিন স্থির হয়েছে।'

আনন্দ বিমূঢ়ের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

তাহার মুখে কথা জোগাইল না।

বৌদিদি বলিলেন, 'ভেতরে এসো। বীণা কেমন আছে?'

'ভাল।'

বলিয়া সে তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে গিয়া ঢুকিল। আলোটা জ্বলিতেই চোখে পড়িল মৃণালের ফোটোখানা।

মৃণাল তাহার দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে।